Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 63, Issue 11, November 2019

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md Abdul Haque, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

এগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ১১, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৪২৬, নভেম্বর ২০১৯

এ সংখ্যায়

- বাংলাদেশে সানসো চিফ কমিশনার'স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত
- স্কাউটিংয়ে তিন আঙ্গুলের মহিমা
- জোলা
- গ্রামের নাম কাঁকনডুবি
- তথ্য-প্রযুক্তি
- ছড়া-কবিতা
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

■ বর্ষ ৬৩ ■ সংখ্যা ১১
■ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৬
■ নভেম্বর ২০১৯

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ আবদুল হক

সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মোঃ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মোঃ জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক
রাসেল আহমেদ

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মোঃ আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মোহাম্মদ মিরাজ হাওলাদার

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
bsagrodoot@gmail.com
pr@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

বাংলা দিন পঞ্জিকার কার্তিক অগ্রহায়ণের যুগলমিলনে খ্রিষ্টিয় পঞ্জিকার নভেম্বর মাস। বাংলার জমিনে হেমন্তের ভরা যৌবন। কৃষকের গোলায় সোনা রঙের নতুন ধান। ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব। কৃষকের এখন সুদিন। এমন দিনে ভোরের আলোয় চিকচিক করে উঠে রূপালী শিশির ! শীত বুঝি চলেই এলো...

হেমন্ত মানেই শিশিরস্নাত প্রহর। শরতের কাশফুল মাটিতে নুইয়ে পড়ার পরপরই হেমন্তের আগমন ঘটে। এর পরে আসে শীত, তাই হেমন্তকে বলা হয়ে শীতের পূর্বাভাস। হেমন্তে সকালবেলা আবছা কুয়াশায় ঢাকা থাকে চারি দিকের মাঠঘাট। খুব সুন্দর দুধেল জোসনার মতো মনে হয় সকালের প্রকৃতিটা কে। হেমন্তে শিউলি, কামিনী, গন্ধরাজ, মলিকা, ছাতিম, দেবকাঞ্চন, হিমঝুরি, রাজঅশোক ইত্যাদি নানা ধরনের ফুল ফোটে।

"আজো আমি মনে প্রাণে শিশিরের কাছে সমর্পিত
সেই শেফালিকা ফুল, সেই গন্ধ, ভোরের কুয়াশা,
কাল পাই জীবনানন্দের হেমন্তের চিঠি
এই যে হলুদ পাতা, এই যে বিষণ্ন পান্ডুলিপি।"

(কবি মহাদেব সাহা)

নভেম্বরের এই স্নিগ্ধ শীতল দিনে, পুরো মাস জুড়ে বাংলাদেশ স্কাউটসের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। তন্মধ্যে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর-এ অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ন্যাশনাল স্কাউট অরগানাইজেশনের (সানসো) চিফ কমিশনার'স কনফারেন্স, এশিয়া প্যাসিফিক স্কাউট অঞ্চলের এ্যাডাল্টস ইন স্কাউটিং ওয়ার্কশপ অন্যতম। সানসোভুক্ত দেশ সমূহের মধ্যে স্কাউটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ণ ও করণীয় সানসো চিফ কমিশনার'স কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য ছিল। সেই লক্ষ্যে সানসোভুক্ত দেশ সমূহের মধ্যে একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত কনফারেন্সে বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) জনাব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান সানসো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। অগ্রদূত পরিবারের তথা বাংলাদেশ স্কাউসের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

যাঁদের লেখায়, রিপোর্টে, চিন্তায়, মতামতে এবং সুপরামর্শে অগ্রদূত নিয়মিত প্রকাশও গুণগত মান বজায় রেখে সমৃদ্ধ হচ্ছে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সূচীপত্র

বাংলাদেশে সানসো চিফ কমিশনার'স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত	৩
সানসোর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার	৫
মৌচাক, গাজীপুরে এশিয়া-প্যাসিফিক স্কাউট অঞ্চলের ওয়ার্কশপ শুরু	৬
স্কাউটিংয়ে তিন আঙ্গুলের মহিমা	৮
জোলা	১০
জোকস	১২
শীতকালীন ক্যাম্পিং: কিভাবে প্রস্তুতি নিবেন	১৩
গ্রামের নাম কাঁকনডুবি	১৪
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী	২৫
স্বাস্থ্য কথা	২৭
খেলা-ধুলা	২৮
তথ্য-প্রযুক্তি	২৯
ছড়া-কবিতা	৩০
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩১
স্কাউট সংবাদ	৩২

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, proscouts.gov.bd
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশে সানসো চিফ কমিশনার'স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় ২৬-২৯ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক গাজীপুরে (সানসো সাউথ এশিয়ান এ্যাসোসিয়েশন আব ন্যাশনাল স্কাউট অরগানাইজেশন) চীফ কমিশনার'স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে ভুটান, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, ভারত, আফগানিস্তান, নেপাল এবং বাংলাদেশের চিফ কমিশনারবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

২৭ নভেম্বর ২০১৯ বুধবার সন্ধ্যা ৭.০০ টায় কনফারেন্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

কনফারেন্সে সানসো দেশসমূহের মধ্যে একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। স্কাউটিয়ের উন্নয়নে যৌথভাবে বিভিন্ন স্কাউটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন এ করণীয় নির্ধারণ এই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ছিলো। কনফারেন্সের উল্লেখযোগ্য এজেন্ডাগুলো হল:

1. Approval and endorsement of the draft Constitution of SAANSO
2. Endorsement of the draft SAANSO MOU Confirmation of the appointment of the SAANSO Secretary General

3. Confirmation of the appointment of the SAANSO Treasurer
4. Confirmation of the appointment of Advisors
5. Finalize the host for the 4thSAANSO Scout Jamboree 2020
6. Finalize the host for the next SAANSO Chief Commissioners Conference 2020
7. Endorsement of the draft SAANSO Calendar Activities for 2020
8. Concluding Remarks from the current Chairperson and incoming SAANSO Chairperson

২৯ নভেম্বর ২০১৯ শুক্রবার কনফারেন্সটি সমাপ্ত হয়। ফোর পয়েন্ট বাই শেরাটন, ডরেন টাওয়ার, গুলসান-২ এ সন্ধ্যা ০৭.০০ টায় কনফারেন্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মোঃ আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর উপদেষ্টা মো: আবদুল করিম।

২৯ নভেম্বর কনফারেন্সে উপস্থিত চীফ কমিশনারবৃন্দ হাজি জমির উদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজ পরিদর্শন করেন এবং স্কাউট গ্রুপের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হন।

সানসোঃ দক্ষিণ এশিয়ার স্কাউট সংগঠন

সার্কভুক্ত দেশ সমূহ নিয়ে সানসো গঠিত। সানসো সার্কের একটি শীর্ষ সংগঠন। সানসোর পূর্ণরুপ 'সাউথ এশিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব ন্যাশনাল স্কাউট অরগানাইজেশন'। স্কাউটিংয়ের উন্নয়নে সম্মিলিতভাবে স্কাউটিং কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করে সানসো। বিভিন্ন স্কাউটিং কার্যক্রমের মধ্যে সানসো ফ্রেন্ডশীপ ক্যাম্প ও সানসো স্কাউট জাম্বুরী অন্যতম। স্কাউট আন্দোলনের গুণগত মানসম্পন্ন স্কাউটিং কার্যক্রমের বিকাশ সাধন করা সানসোর মূল উদ্দেশ্য।

১৯৮৬ সালে ঢাকায় এক শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক গঠিত হয়। বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকা সার্কের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ। শ্রীলংকার কলম্বোতে ১ম সার্ক স্কাউট জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীলংকার তৎকালীন স্কাউটসের চীফ কমিশনার রেক্স জয়সিংহ এই জাম্বুরীতে নেতৃত্ব দেন যা ভারতের গুডউইল এমবাসেডর মদনযিত সিংহের অর্থায়নে অনুষ্ঠিত হয়। জাম্বুরী বাস্তবায়নের কিছুদিন পূর্বে শ্রীলংকার চীফ কমিশনার রেক্স জয়সিংহ মারা যান। কিন্তু শ্রীলংকা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ইভেন্টটি বাস্তবায়নে সফল হয়। পরবর্তীতে সার্ক জাম্বুরী বাস্তবানের এই ধারনা আঞ্চলিক পর্যায়ে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সহায়ক হয়। এই জাম্বুরীতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর তৎকালীন প্রধান জাতীয় কমিশনার মনজুর উর করিম এবং নেপালের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রভি শমসের রানা অংশগ্রহণ করেন।

১৯৯৪ সালে পাকিস্তানে ২য় সার্ক স্কাউট জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয় । এরপর সার্ক দেশগুলোর মধ্যে স্কাউটিং কার্যক্রম কিছুটা স্তিমিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে ২০০২ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত ক্যাম্পগুলোকে এস.এ.এফ (সাফ) স্কাউট ফ্রেন্ডশীপ ক্যাম্প নাম দেওয়া হয়। সাফ এর পূর্ণ নাম সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন যা ইউনেস্কোর শুভেচ্ছাদূত ভরতের মদনজিত সিংহর দ্বারা পরিচালিত হত। পরবর্তীতে চীফ কমিশনারদের সভা এবং সাফ স্কাউট ফ্রেন্ডশীপ ক্যাম্প নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। মদনজিত সিংহর সহযোগিতা ও নির্দেশনায় সাফ স্কাউট ফ্রেন্ডশীপ ক্যাম্প ২০০২ সালে ভূটানে ১ম, ২০০৩ সালে মালদ্বীপে ২য়, ২০০৪ সালে নেপালে ৩য়, ২০০৫ সালে শ্রীলংকায় ৪র্থ, ২০০৭ সালে পাকিস্তানে ৫ম, ২০০৮ সালে বাংলাদেশে ৬ষ্ঠ এবং ২০০৯ সালে ভারতে ৭ম বার অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকদফা আলোচনার পর ২০১০ সালে মদনজিত সিংহর আর্থিক সহায়তায় অনুষ্ঠিত এই সাফ স্কাউট ফ্রেন্ডশীপ ক্যাম্প সমাপ্ত করা হয়।

২০০৮ সালের ১৩ অক্টোবর বাংলাদেশেন যমুনা রিসোর্টে সার্কভূক্ত দেশ সমূহের স্কাউটসের চীফ কমিশনারদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকার চীফ কমিশনারবৃন্দ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় সার্কের মত একটি সংস্থা গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয় যার নাম দেওয়া হয় এসার্ক (এশিয়ান স্কাউটস এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো অপারেশন)। এই সংস্থা গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগের জাতীয় কমিশনার মুঃ তৌহিদুল ইসলাম প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র তৈরী করেন এবং অনুমোদনের জন্য নেপালের কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত সার্ক সচিবালয়ে প্রেরণ করেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহসভাপতি এবং ওজম এর সাবেক সহসভাপতি মোঃ হাবিবুল আলম বীর প্রতিক এর দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতায়, সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন অব ন্যাশনাল স্কাউট অরগানাইজেশন (সানসো) গঠনের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস এর পাবলিক রিলেশন এন্ড মার্কেটিং বিভাগের সাবেক জাতীয় উপকমিশনার আমিনুর রহমান এবং আন্তর্জাতিক বিভাগের সাবেক জাতীয় উপ কমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ চুড়ান্ত কাগজপত্র তৈরী করেন যা সার্ক সচিবালয় থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়।

২০১০ সালের ৭ এপ্রিল ভারতের ব্যাংগালুরুতে অনুষ্ঠিত এপিআর সম্মেলনে এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউটস এর প্রতিনিধিবৃন্দ সানসোর ধারনা অনুমোদন করেন। তৎকালীন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার মো: আবুল কালাম আজাদ বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সানসোকে সার্কের শীর্ষ সংগঠন হিসেবে অনুমোদনের জন্য সার্ক সচিবালয়ে প্রস্তাবনা প্রেরন করেন। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে নেপালের কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত সার্কভূক্ত দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীবৃন্দের সভায় সানসো অনুমোদন লাভ করে ।

সানসোর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার

সানসোর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান । বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় ২৭-২৯ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক গাজীপুরে সানসো চীফ কমিশনার'স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সার্কভুক্ত দেশ সমূহ নিয়ে সানসো গঠিত। সানসোর পূর্ণরুপ 'সাউথ এশিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব ন্যাশনাল স্কাউট অরগানাইজেশন'। স্কাউটিংয়ের উন্নয়নে সম্মিলিতভাবে স্কাউটিং কার্যত্রম বাস্তাবায়ন করে সানসো।

সানসো চীফ কমিশনার'স কনফারেন্সে ভুটান, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, ভারত, আফগানিস্তান, নেপাল এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর চীফ কমিশনারবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কনফারেন্সের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল সানসো চেয়ারম্যান নির্বাচন এবং সানসো সংবিধান অনুমোদন। এই কনফারেন্সে সার্কভুক্ত দেশ সমূহের চিফ কমিশনারদের মধ্যে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। বাংলাদেশ স্কাউটস বিশ্বের ১৭০টি দেশের মধ্যে ৫ম বৃহত্তম স্কাউটিং সংগঠন। ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান সানসোর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় স্কাউটিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস আরো এগিয়ে গেল। কনফারেন্সে সানসো সংবিধান অনুমোদনের পর সানসো

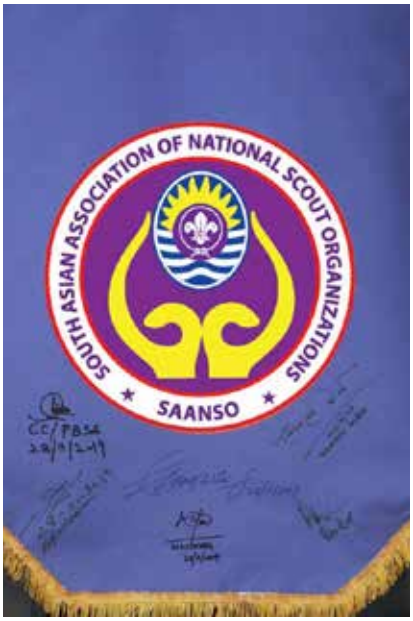

দেশসমূহের চীফ কমিশনারদের মধ্যে স্কাউটিংয়ের উন্নয়নে একযোগে কাজ করার লক্ষ্যে এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়।

■ প্রচ্ছদ প্রতিবেদন: রাসেল আহমেদ
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

মৌচাক, গাজীপুরে এশিয়া-প্যাসিফিক স্কাউট অঞ্চলের ওয়ার্কশপ শুরু

বিশেষ প্রতিবেদন

১৬ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় 'এশিয়া প্যাসিফিক আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ অন এডাল্টস ইন স্কাউটিং'। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব স্কাউট সংস্থার এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক স্কাউট সাপোর্ট সেন্টারের সহায়তায় ১৬ থেকে ১৯ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক গাজীপুরে এই ওয়ার্কশপটি অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপে ভুটান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, নেপাল, ভিয়েতনাম, সিংগাপুর, হংকং, জাপান, মালদ্বীপের ২১জন এবং বাংলাদেশের ৩৭জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার ফেরদৌস আহমেদ, জাতীয় কমিশনার (অ্যাডাল্ট ইন স্কাউটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। রিসোর্স পার্সন ও ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে এশিয়া-প্যাসিফিক স্কাউট সাপোর্ট সেন্টারের পরিচালক, এপিআর অ্যাডাল্ট ইন স্কাউটিং কমিটির চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনারসহ ২৫জন দায়িত্ব পালন করেন। ওয়ার্কশপে এডাল্টস ইন স্কাউটিং পলিসি, এডাল্ট লাইফ সাইকেল, এডাল্টস ইন স্কাউটিং, ন্যাশনাল স্কাউট অরগানাইজেশন চ্যালেঞ্জেস, এডাল্টস ইন স্কাউটিং সাপোর্ট টু ইয়ুথ প্রোগ্রাম পলিসি এন্ড ইয়ুথ ইনভলভমেন্ট পলিসি, সেভ ফরম হার্ম এবং ওয়াল্ড অরগানাইজেশন অব স্কাউটস মুভমেন্ট এর কোড অব কন্ডাক্ট ইত্যাদি বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়।

১৬ নভেম্বর, শনিবার, সন্ধ্যায় প্রধান অতিথি হিসেবে ওয়ার্কশপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মো: মোজাম্মেল হক খান।

১৮ নভেম্বর ওয়ার্কশপের 'ইন্টারন্যাশনাল নাইট' অনুষ্ঠিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল নাইট অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

১৯ নভেম্বর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করে ওয়ার্কশপটির সমাপ্তি ঘোষণা করবেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ সভাপতি জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক।

■ প্রতিবেদন: রাসেল আহমেদ
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছে রোভার স্কাউট মোঃ মেহেদী হাসান

স্কাউটের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুক্তরাজ্যে গিয়েছিলেন ময়মনসিংহের মোঃ মেহেদী হাসান। ১০ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশের ২২ বছরের এ তরুণ এখন যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনীর পাচক। সামরিক পেশার প্রস্তুতি হিসেবে সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এইচএমএস রালেইয়ে তার ১০ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ওই প্রশিক্ষণে শীর্ষস্থান অধিকার করে ক্যাপ্টেনস পদক পান মেহেদী হাসান।

ঢাকায় যুক্তরাজ্যের হাইকমিশন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, মো. মেহেদী হাসান ২০১৯ সালের জুলাই মাসে এইচএমএস রালেইয়ে ভর্তির মধ্য দিয়ে দেশটির নৌবাহিনীতে প্রবেশ করেন মেহেদী হাসান।

মেহেদী হাসান জানান, যুক্তরাজ্যের রাজকীয় নৌবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্কাউটিং তাকে সাহস জুগিয়েছে। নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০ সপ্তাহের উপস্থিতি তাঁর নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। যুক্তরাজ্যের নৌবাহিনীর সদস্য হতে পেরে তিনি গর্বিত।

প্রশিক্ষণের প্রথম ধাপ শেষ হওয়ার পর মেহেদী হাসান পেশাদারি প্রশিক্ষণের জন্য এইচএমএস রালেইয়ের ডিফেন্স মেরিটাইম লজিস্টিক স্কুলে স্থানান্তরিত হবেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁর কাজ হবে অপারেশনে থাকা সেনাসদস্য দলের জন্য রান্না করা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ক্ষমতাধর ও রাজপরিবারের জন্য আহারের আয়োজন করা।

■ প্রতিবেদন: রাসেল আহমেদ
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউটিংয়ে তিন আঙ্গুলের মহিমা

স্কাউট আন্দোলন একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষামূলক কার্যক্রম। শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের অবসর সময়ের সঠিক ব্যবহার করে তাদের সুশৃঙ্খল, পরোপকারী, আত্মনির্ভরশীল, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে তৈরিতে স্কাউট কার্যক্রম যুগযুগ ধরে পরিচালিত হচ্ছে ।

স্কাউট আন্দোলনে তিনটি স্তর রয়েছে যেমন প্রাথমিক স্তরে ৬ থেকে ১০+ বছর বয়সী শিশুদের কাব বলা হয় , মাধ্যমিক স্তরে ১১ থেকে ১৬+ বছর বয়সী কিশোর কিশোরীদের স্কাউট বলা হয় এবং ১৭ থেকে ২৫ বছর বয়সী যুবক যুবতীদের রোভার বলা হয়। যে সকল শিশুর স্কাউটস হবার মতো যথেষ্ট বয়স হয়নি স্কাউটস আন্দোলনে তাদের কাব বলা হয় । "কাব" শব্দের অর্থ শাবক বা বাচ্চা। স্কাউটিংয়ে কাব শব্দের অর্থ নেকড়ে বাঘের বাচ্চাদের কথা বোঝানো হয়েছে । অর্থাৎ কাবেরা হলো শিশু নেকড়ে । স্কাউটস আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল যাকে আমরা সংক্ষেপে বি পি বলি তিনি প্রথম স্কাউটস আন্দোলন শুরু করেন। তিনি কাব দল গঠনের ধারণা লাভ করেন রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের লেখা "জাংগল বুকচ নামক একটি বই থেকে। ঐ বইয়ে নেকড়ে বাঘের দলের নিয়ম শৃংখলা ও জংগলের অন্যান্য প্রানীর গল্প আছে। জাংগল বুকে বনের প্রানীদের জীবন আচরনে যে আকর্ষণীয়তা রয়েছে তা কাব স্কাউটস বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য অফুরন্ত আনন্দের উৎস। জাংগল বুকে মোগলির গল্পে যে কোন ছেলেমেয়েদের আনন্দিত ও উদ্দিপ্ত করে। আনন্দময় খেলাধুলা আর শিক্ষা নিয়েই কাব স্কাউটিং।

কাব ও একজন স্কাউটস। তবে পুরোপুরি স্কাউটস হওয়ার বয়স না হওয়ায় তার হলো শিশু স্কাউটস অর্থাৎ কাব। প্রাথ মিক স্তরে একজন নবাগত কাব হিসাবে সদস্য ব্যাজ পাওয়ার জন্য একজন কাবকে অনেক কিছু শিখতে হয়। এর মধ্যে একটি হলো কাব সালাম। সকল স্কাউট একটি বিশেষ কায়দায় সালাম দেয় । কাব সালাম ও একইভাবে দিতে হয় । এ ছাড়া সালাম শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও বন্ধুত্বের নিদর্শন। বহু বছর আগে মানুষের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। কোন শত্রুর সাথে দেখা হলে তখন তাকে হত্যা করার চেষ্টাই করা হতো। সে সময় এত বেশি বিবাদ বিসম্বাদ ছিল যে, কে শত্রু আর কে মিত্র তা সব সময় জানা ও কঠিন ছিল। সুতরাং যখন দুজন বন্ধুভাবাপন্ন লোকের সাক্ষাৎ হতো তখন তাদের ডান হাত মাথার উপর তুলে হাতের তালু সামনের দিকে রেখে দেখাতো যে, তাদের কাছে কোন অস্ত্র নেই এবং তাদের মনে কোন দুরভিসন্ধি বা ক্ষতি করার ইচ্ছা নেই। সালাম সেই প্রাচীনকালের বন্ধুত্বের নিদর্শন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সকল স্কাউটসরা তিন আঙ্গুলে সালাম দেয়। বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কনিষ্ঠ আঙ্গুল চেপে ধরে অন্য তিন আঙ্গুল সোজা রেখে স্কাউটসগন সালাম করে।

সোজা তিনটি আঙ্গুল কাব স্কাউটসদের প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । কাব প্রতিজ্ঞা হলো--

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে,
আলাহ আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে -
প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করতে
কাব আইন মেনে চলতে
আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

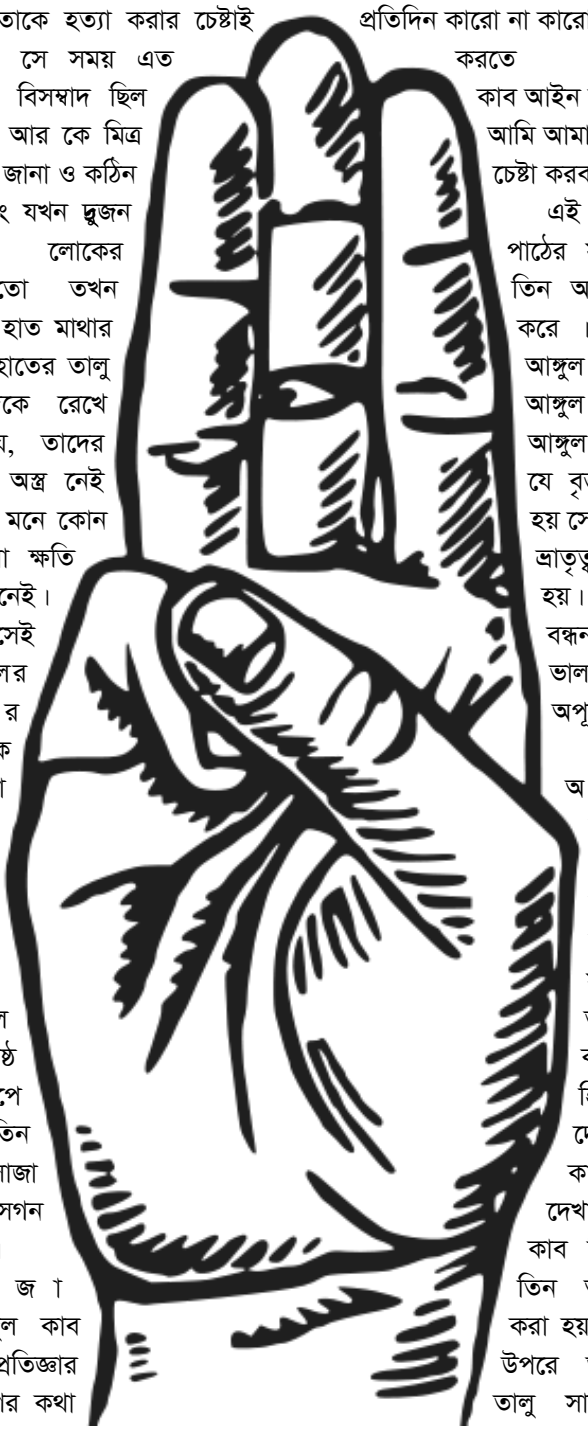

এই প্রতিজ্ঞা পাঠের সময় কাবেরা তিন আঙ্গুলে সালাম করে । সোজা তিন আঙ্গুল রেখে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কনিষ্ঠ আঙ্গুল চেপে ধরে যে বৃত্ত তৈরি করা হয় সেই বৃত্তকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্দন বলা হয়। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সমপ্রীতি ও ভালবাসার এক অপূর্ব নিদর্শন।

কোন অপরিচিত জায়গায় গেলে বা অপরিচিত কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে তুমি একজন কাব স্কাউটার হিসেবে পরিচয় দেওয়ার জন্য কাব চিহ্ন দেখাতে হয়। এই কাব চিহ্ন দেখাতে তিন আঙ্গুলব্যাবহার করা হয় । ডান হাত উপরে তুলে হাতের তালু সামনের দিকে

রেখে বুড়ো আঙুল দিয়ে কনিষ্ঠ আঙুল চেপে ধরে তিন আঙ্গুল সোজা রেখে কাব চিহ্ন দেখাতে হয়। তখন অপরজন চিনতে পারে তিনি একজন কাব স্কাউটার। তেমনিভাবে একজন কাব অন্য একজন কাব বা স্কাউটারের সাথে সাক্ষাৎ হলে তিন আঙ্গুল দিয়ে সালাম দিতে হয়। কাব প্রতিজ্ঞা পাঠের সময় তিন আঙ্গুল দিয়ে সামাল দিতে হয়। জাতীয় পতাকা কে সম্মান জানাতে কাব স্কাউটসরা আঙ্গুল তুলে সালাম দেয়। গ্র্যান্ড ইয়েল (মহাগর্জন) দেওয়ার সময় কাব স্কাউটসরা কোন অনুষ্ঠানে তাদের ইউনিট লিডার, স্কাউটস কর্মকর্তা, কমিশনার বা কোন সম্মানিত অতিথিকে যে পদ্ধতিতে অভ্যর্থনা জানায় তাকে গ্র্যান্ড ইয়েল বলা হয়। পৃথিবীর কোথাও অন্য কোন সংগঠনের কোন অনুষ্ঠানে কোন অতিথিকে এই পদ্ধতিতে অভ্যর্থনা জানানো হয় না। বিশ্বব্যাপী কাব স্কাউটসদের এটি নিজস্ব প্রথা। এই গ্র্যান্ড ইয়েলে কাব স্কাউটসরা অতিথীদের তিন আঙ্গুলে সালাম দেয়, অতিথীরাও তিন আঙ্গুল তুলে সালামের জবাব দেন। কোন অনুষ্ঠানে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানো ছাড়াও সাপ্তাহিক প্যাক মিটিং (কাব ক্লাস) ও বিশেষ প্যাক মিটিং শুরু ও শেষ করার আগে গ্র্যান্ড ইয়েল দিতে হয়। গ্র্যান্ড ইয়েল দেওয়ার সময় দলের সকল কাব পতাকা দন্ডের সামনে মহাবৃত্তে আরামে দাঁড়াতে হয়।

কাব স্কাউটসদের বৃত্ত তিন রকম। একটাকে বলা হয় মহাবৃত্ত (প্যারেড সার্কেল) অপরটিকে বলা হয় শিলা বৃত্ত (রক সার্কেল), এবং অন্যটি হচ্ছে সভাশিলা (রক কাউন্সিল) মহাবৃত্ত হলো ইউনিটের সকল কাব প্রত্যেকে দুহাত প্রসারিত করে একে অপরের হাত ধরে একটা বড় বৃত্ত তৈরি করতে পারে। এভাবে গঠিত বৃত্তকে বলা হয় মহাবৃত্ত বা মহাচক্র বা প্যারেড সার্কেল। বৃত্ত তৈরি হয়ে গেলে সাথে সাথে পরস্পরের হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়। শিলা বৃত্ত হলো প্রত্যেকে নিজ নিজ কোমরে হাত রেখে কনুই দুটো পাশে ছড়িয়ে রেখে যে বৃত্ত তৈরি করা হয় তাকে শিলা বৃত্ত বা শিলা চক্র বা রক সার্কেল বলে। বৃত্ত তৈরি হওয়ার সাথে সাথে কোমর থেকে হাত নামিয়ে নিতে হয়। সভাশিলা হলো একে অপরের কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াতে হয়। এভাবে যে বৃত্ত হয় তাকে সভাশিলা বলে।

কাবের মূলমন্ত্র বা মটো হচ্ছে "যথাসাধ্য চেষ্টা করা"। Do your best। ফলাফল যাই হোক না কেন কাবদের দায়িত্ব হচ্ছে সত্য, ন্যায়, সৎ কাজ করার জন্য এবং দায়িত্ব পালনের জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এবং তার আচার আচরনও অপরকে উপকার ও সম্মান করার মাধ্যমে একজন ভাল কাব স্কাউটস হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবে। অর্থাৎ দেখা যায় কাবের প্রতিটি কার্যক্রমের সাথে সালাম জড়িত । সেই সুত্রে তিনটি আঙ্গুলের ব্যবহারও লক্ষণীয়। আর এখানেই এর মহিমা উদ্ভাসিত ।

■ লেখক
তানজিলা আফরোজ তামান্না
(উডব্যাজার)
সহঃ শিক্ষক, তেরাদল ১
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

জোলা

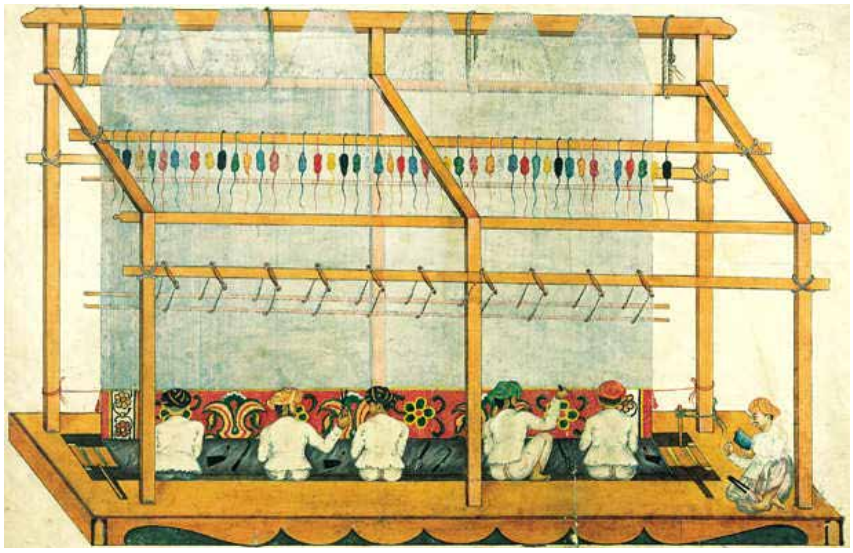

পূর্ববর্তী প্রকাশের পর:

মসলিন তৈরি করার জন্য দরকার হতো বিশেষ ধরনের তুলা, যার নাম ফুটি কার্পাস। এ বিশেষ ধরনের কার্পাসটি জন্মাত মেঘনা নদীর তীরে ঢাকা জেলার কয়েকটি স্থানে। একদম ভালো মানের কার্পাস উৎপন্ন হতো মেঘনার পশ্চিম তীরে। মসলিন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল ঢাকা, ধামরাই, সোনারগাঁ, টিটবাদি, জঙ্গলবাড়ি আর বাজিতপুর। জঙ্গলবাড়ি অধিকাংশের পেশা তখন মসলিন বোনা। উনিশ শতকের প্রথমদিকেও সেখানে এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন প্রায় একশ' তাঁতি পরিবার। জঙ্গলবাড়ি থেকে মাইল কুড়ি দূরে বাজিতপুর– ওখানে জন্মাত উঁচুমানের কার্পাস, যা থেকে তৈরি হতো উঁচুমানের মসলিন। শ্রীরামপুর, কেদারাপুর, বিক্রমপুর, রাজনগর ইত্যাদি স্থানগুলো ফুটি কার্পাসের জন্য বিখ্যাত ছিল। আজকের কাপাসিয়ায় খুব কার্পাস তুলার চাষ হতো। কাপাসিয়ার নামকরণ হয়েছে এই কার্পাস থেকে। মেঘনা এমনিতেই খুব বড় নদী, তার ওপর সমুদ্রের কাছাকাছি আবার বর্ষাকালে নদীর দু'কূল ভেসে যেত। তার ফলে যে পলি জমত তার কারণেই ফুটি কার্পাসের উৎপাদন খুব ভালো হতো এসব স্থানে। কিন্তু একজন কার্পাস চাষি একবিঘা জমিতে ভালোমানের মসলিন তৈরির জন্য মাত্র ছয় কেজির মতো তুলা পেত। তাই মসলিনের চাহিদা যখন খুব বেড়ে গেল, সেই সময় ভারতের গুজরাট থেকেও তুলা আমদানি করা হতো, কিন্তু ওগুলো দিয়ে ভালোমানের মসলিন তৈরি করা যেত না।

ৎমসলিন তৈরির কাজটি ছিল ভীষণ জটিল, কঠিন, সময়সাধ্য–তার চেয়েও বড় কথা হলো সেটা তৈরির জন্য দরকার হতো অসামান্য নৈপুণ্য আর আসুরিক ধৈর্য। সুতা কাটা থেকে শুরু করে পুরোপুরি মসলিন তৈরি করতে একজন তাঁতি আর তার দু'জন সহকারীর লাগত কমপক্ষে দু'তিন মাস। সাধারণত, মহিলারাই সুতা কাটা আর সূক্ষ্ম সুতা তোলার মতো পরিশ্রম এবং ধৈর্যের কাজে নিয়োজিত ছিল। সুতা তোলার সময় কম তাপ এবং আর্দ্রতার দরকার হতো। তাই একেবারে ভোরবেলা আর বিকেলের পর এ কাজ করা হতো। আর্দ্রতার খোঁজে অনেক সময় এমনকি নদীতে নৌকার ওপর বসে সুতা কাটার কাজ চলত। একজন মহিলা এভাবে প্রতিদিন সুতা কেটেও মাসে মাত্র আধা তোলা সুতা তুলতে পারতেন। এই পরিশ্রমসাধ্য কাজের কারণে দক্ষ সুতা কাটুনির সংখ্যা অনেক কমে আসতে থাকে উনিশ শতকের শুরু থেকেই। জানা গেছে, এই রকম সূক্ষ্ম সুতা কাটার কাজ অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও এতটা ভালো হতো না। এর কারণ ধরা হয় দুটো– ঢাকার ফুটি কার্পাস আর শ্রমিকের দক্ষতা ও পরিশ্রম।

মসলিন তৈরি শেষে ওগুলো ধোয়া হতো। সোনারগাঁর কাছে এগারোসিন্দুর পানি কাপড় ধোয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। আসলে এটা যে শুধু পানির গুণে হতো তা নয়, এর সঙ্গে ছিল ভালো ক্ষার বা সাবান আর ধোপার দক্ষতা। মসলিন ধোয়ার জন্য রীতিমতো একটা শ্রেণির মানুষই তৈরি হয়েছিল। আঠারো শতকের গোড়ায় একখণ্ড মসলিন ধোয়ারই খরচ পড়ত দশ টাকা। আবার ধোয়ার সময় কাপড়ে কোনো দাগ লাগলে বিভিন্ন ফলের রস দিয়ে সেটা তুলে দেয়া হতো। কাপড় ধোয়ার সময় কোনো সুতা সরে গেলে সেটা ঠিক করত দক্ষ রিপুকাররা, তাদেরকে বলা হতো নারোদিয়া। এরপর শঙ্খ বা ছোট মুগুর দিয়ে পিটিয়ে মোলায়েম করা হতো। মোলায়েম করার সময় ছিটানো হতো চাল ধোয়া পানি। এ কাজে নিয়োজিতদের বলা হতো কুণ্ডগার। তারপর সাবধানে ইস্ত্রি করা হতো মসলিন। কোনো কোনো মসলিনে সুচের বা চিকনের কাজও করা হতো। কোনো কোনো সময় রঙও করা হতো। ঢাকার চিকনের কাজের কারিগরদেরও যথেষ্ট সুনাম ছিল, এখনো আছে। এরপর কাপড়গুলোকে ভালোমতো প্যাক করা হতো, এ কাজ যারা করত তাদের বলা হতো বস্তাবন্দ। ইংরেজদের কারখানা ছিল তেজগাঁওয়ে। কেননা মসলিন ওখানে এনে ধোয়া থেকে শুরু করে প্যাক করার কাজ শেষ করে পাঠিয়ে দেয়া হতো কলকাতায়, সেখান থেকে চলে যেত ইউরোপে।

মসলিন ছিল নানা রকমের। এর পার্থক্য নির্ণীত হতো সুতার সূক্ষ্মতা, বুনন আর নকশা বিচারে। সবচেয়ে সূক্ষ্ম সুতার তৈরি, সবচেয়ে কম ওজনের মসলিনের কদর ছিল সবার চেয়ে বেশি, দামটাও ছিল সবচেয়ে চড়া। 'মলবুস খাস' ছিল সবচেয়ে নামী, সেরা মসলিন। সম্রাটদের জন্য তৈরি হতো এই মসলিন। 'মলবুস খাস' মানেই হলো খাস বস্ত্র বা আসল কাপড়। এ জাতীয় মসলিন সবচেয়ে সেরা আর এগুলো তৈরি হতো সম্রাটদের জন্য। আঠারো শতকের শেষদিকে মলবুস খাসের মতো আরেক প্রকারের উঁচু মানের মসলিন তৈরি হতো, যার নাম 'মলমল খাস'। এগুলো লম্বায় ১০ গজ, প্রস্থে ১ গজ, আর ওজন হতো ৬-৭ তোলা। সরকার-ই-আলা এ মসলিনও মলবুস খাসের মতোই উঁচুমানের ছিল। বাংলার নবাব বা সুবাদারদের জন্য তৈরি হতো এই মসলিন। সরকার-ই-আলা নামের জায়গা থেকে পাওয়া খাজনা দিয়ে

এর দাম শোধ করা হতো বলে এর এ রকম নামকরণ বলে জানা যায়। লম্বায় হতো ১০ গজ, চওড়ায় ১ গজ আর ওজন হতো প্রায় ১০ তোলা। অন্য একটি মসলিনের নাম ঝুনা। জেমস টেইলরের মতে 'ঝুনা' শব্দটি এসেছে হিন্দি ঝিনা থেকে, যার অর্থ হলো সূক্ষ্ম। ঝুনা মসলিনও সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে তৈরি হতো, তবে সুতার পরিমাণ থাকত কম। তাই এ জাতীয় মসলিন হালকা জালের মতো হতো দেখতে। একেক টুকরা ঝুনা মসলিন লম্বায় ২০ গজ, প্রস্থে ১ গজ হতো। ওজন হতো মাত্র ২০ তোলা। এই মসলিন বিদেশে রফতানি করা হতো না, পাঠানো হতো মোগল রাজ দরবারে। সেখানে দরবারের বা হারেমের মহিলারা গরমকালে এ মসলিনের তৈরি জামা গায়ে দিতেন। 'আব-ই-রওয়ান' ফারসি শব্দ, অর্থ প্রবাহিত পানি। আব-ই-রওয়ান নামে ছিল একটি মসলিনের নাম। এই মসলিনের সূক্ষ্মতা বোঝাতে প্রবাহিত পানির মতো টলটলে উপমা থেকে এর নামই হয়ে যায় আব-ই-রওয়ান। লম্বায় ২০ গজ, চওড়ায় ১ গজ, আর ওজন হতো ২০ তোলা। আব-ই-রওয়ান সম্পর্কে প্রচলিত গল্পগুলোর সত্যতা নিরূপণ করা না গেলেও আব-ই-রওয়ান মসলিনের উদাহরণ হিসেবে বেশ চমৎকার। নবাব আলীবর্দী খান বাংলার সুবাদার থাকাকালীন তাঁর জন্য তৈরি এক টুকরো আব-ই-রওয়ান ঘাসের ওপর শুকাতে দিলে একটি গরু এতটা পাতলা কাপড় ভেদ করে ঘাস আর কাপড়ের পার্থক্য করতে না পেরে কাপড়টা খেয়ে ফেলেছিল। এর খেসারতস্বরূপ আলীবর্দী খান ওই চাষিকে ঢাকা থেকে বের করে দিয়েছিলেন। 'খাস্‌সা' ফারসি শব্দ। খাস্‌সা মসলিন ছিল মিহি আর সূক্ষ্ম, অবশ্য বুনন ছিল ঘন। ১৭ শতকে সোনারগাঁ বিখ্যাত ছিল খাস্‌সার জন্য। ১৮-১৯ শতকে আবার জঙ্গলবাড়ি বিখ্যাত ছিল এ মসলিনের জন্য। তখন একে 'জঙ্গল খাস্‌সা' বলা হতো। তবে ইংরেজরা একে ডাকত 'কুষা' বলে। 'শবনম' কথার অর্থ হলো ভোরের শিশির। ভোরে শবনম মসলিন শিশির ভেজা ঘাসে শুকাতে দেয়া হলে শবনম দেখাই যেত না, এতটাই মিহি আর সূক্ষ্ম ছিল এই মসলিন। ২০ গজ লম্বা আর ১ গজ প্রস্থের শবনমের ওজন হতো ২০ থেকে ২২ তোলা। তাছাড়া ডোরিয়া, নয়নসুখ, বদনখাস, সরবন্ধ, রঙ্, আলিবালি, তরাদ্দাম, তনজেব, সরবুটি, চারকোনা নামের মসলিনের কথা জানা যায়।

মসলিন তার সূক্ষ্মতা ও রমণীমোহন পেলবতার জন্য জয় করে নিয়েছিল সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, নায়েবে নাজিম, শাহজাদা-শাহজাদীদের হৃদয়। ত্রয়োদশ শতকে বিশ্বখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা যখন সোনারগাঁ আসেন তখন তিনি সোনারগাঁয়ের মুসলিম তাঁতিদের বয়নকৃত সূক্ষ্ম বস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। চতুর্দশ শতকে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজকরা কংসুলোর নেতৃত্বে সোনারগাঁ, পাদুয়া ভ্রমণ করেছিলেন। চীনা দূতদের মালদহের আম খাওয়ানোর পাশাপাশি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র উপহার দেয়া হয়েছিল। চীনাদের ইতিহাস মিংশরে বাংলার মসলিনের কথা উল্লেখ আছে। চীনা দূতরা বাংলার মুসলিম কারিগরদের বয়নকৃত কয়েক পদের বস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

১৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে জেমস টেলরের লেখা থেকে ঢাকাই মসলিম রফতানি সংক্রান্ত যে তথ্য পাওয়া যায়; তাতেই ধারণা পাওয়া যায় সেই সময়ের মসলিনের। ঢাকা জেলার আড়ত থেকে বছরে প্রায় ২৮ লাখ টাকার মসলিন বিদেশে রফতানি হতো। তার মধ্যে সোনারগাঁয়ের আড়ত থেকেই উৎপাদিত হতো প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকার মসলিন। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজরা যখন বাংলার কর্তা হয়ে রো, তখন তারা বছরে আট লাখ টাকার মসলিন রফতানি করত। সেই সময়ে ফরাসিরা কিনেছিল প্রায় তিন লাখ টাকার মসলিন। এরা ছাড়াও ইরানি, তুর্কি, আর্মেনীয়দের পাশাপাশি দেশি ব্যবসায়ীরাও এ নিয়ে ব্যবসা করতেন। সব মিলিয়ে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সে আমলে ঢাকা আর বাংলাদেশ থেকে রফতানির জন্য কেনা হয়েছিল প্রায় ঊনত্রিশ কোটি টাকার মসলিন। চার-পাঁচশ' বছর আগে যে মসলিন হয়ে উঠেছিল পৃথিবী বিখ্যাত, মাত্র দেড়শ' বছরের মধ্যেই মসলিনের সেই বিজয়ঝাণ্ডা মাটিতে পতিত হয়েছিল।

মসলিনের সঙ্গে জড়িত আমাদের দেশের প্রতিটি কৃষক, শ্রমিক, তাঁতিকে নানাভাবে ঠকানো হতো, নির্যাতন করা হতো। গরিব চাষিকে টাকা ধার দিয়ে তার কাছ থেকে খুব কম দামে কার্পাস নিয়ে যেত একশ্রেণির দেশি মানুষ। দেশি মানুষরা যারা দালাল-পাইকার হিসেবে কাজ করত তারাও তাঁতিদেরকে ঠকাত নানাভাবে। গোমস্তারা তো রীতিমতো অত্যাচার করত তাঁতিদেরকে। আনুমানিক ১৭৪০ সালের দিকে এক টাকায় পাওয়া যেত প্রায় একমণ চাল। আর একজন তাঁতি মসলিনের কাজ করে পেত মাসে দুই টাকা, অর্থাৎ দুই মণ চালের দাম! তাতে তার পরিবারের খাবারই ঠিকমতো চলত না, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তো অনেক দূরের কথা। বাংলার গর্ব– যাদের তৈরি কাপড় গায়ে উঠত সম্রাটের, রফতানি হতো বিদেশে, তার গায়েই থাকত না কাপড়, পেটে পড়ত না ঠিকমতো খাবার। আর সবচেয়ে দুঃখজনক এই, অবিচারের পেছনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিল এ দেশেরই দালাল, পাইকার আর গোমস্তারাই। এছাড়া ইংরেজরা মসলিন তাঁতিদের আঙুল কেটে ফেলত। আবার এও শোনা যায়, তাঁতিরা নিজেরাই নাকি নিজেদের আঙুল কেটে ফেলত, যাতে করে এই অমানুষিক পরিশ্রম আর কম পারিশ্রমিকের কাজে তাদের বাধ্য না করা যায়। সোনারগাঁয়ে জনশ্রুতি রয়েছে, সেখানকার একটা পুকুরেই মসলিন শিল্পীদের কাটা আঙুল নিক্ষেপ করা হতো। তবে আঙুল কেটে ফেলার ঘটনা কোনো ইংরেজ ঐতিহাসিক স্বীকার না করলেও কার্পাস কৃষক আর তাঁতিদের ওপর কোম্পানি, ব্যবসায়ী, গোমস্তা আর পাইকাররা যে অমানুষিক অত্যাচার চালাত তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মসলিনের পড়তির সময়টায় পতন ঘটতে থাকে আমাদের নবাব-সম্রাটদের। তারা আর বেশি টাকা দিয়ে মসলিন কিনছেন না– চাহিদা কম ছিল অভ্যন্তরীণ বাজারেও। তাছাড়া মোগল সম্রাট, নবাব, ব্যবসায়ী– কেউই এ শিল্প রক্ষা কিংবা প্রসারে কোনো সময়ই তেমন কোনো উদ্যোগ নেননি, সব সময় চেষ্টা করেছেন কীভাবে কৃষক-তাঁতিদের যতটা সম্ভব শোষণ করে নিজেরা লাভবান হওয়া যায়। যার কারণে ধিরে ধিরে আমাদের আরো অনেক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের মতো হারিয়ে যায় মসলিনের স্বর্ণযুগ।

তবে বাংলাদেশ সরকার, দৃক-এর বাংলার মসলিন ও আড়ংয়ের যৌথ চেষ্টায় মসলিনের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। তাঁরা মনে করেন অতি শিগগিরই মসলিনের অতীত ইতিহাস না হলেও নতুন করে মসলিনকে পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া যাবে।

■ লেখক: ইমরান উজ-জামান
সদস্য
জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস
[লেখকের 'ঢাকার প্রাচীন পেশা ও তার বিবর্তন' বই থেকে]

জোকস

(১) চাকুরীর পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী ও পরিক্ষকের আলোচনা-

পরিক্ষক : কি নাম তোমার?
পরীক্ষার্থী : MP
পরিক্ষক : মানে কি?
পরীক্ষার্থী : মদন পাল।
পরিক্ষক : তোমার বাবার নাম কি?
পরীক্ষার্থী : MP - মানে মোহন পাল স্যার।
পরিক্ষক : শিক্ষাগত যোগ্যতা।
পরীক্ষার্থী : MP
পরিক্ষক : এর মানে আবার কি?
পরীক্ষার্থী : মেট্রিক পাস।
পরিক্ষক : কি কারনে চাকুরী দরকার?
পরীক্ষার্থী : MP - মানি সমস্যা।
পরিক্ষক : আপনি এখন আসুন।
পরীক্ষার্থী : আমার রেজাল্ট স্যার?
পরিক্ষক : MP
পরীক্ষার্থী : মানে স্যার?
পরিক্ষক : মেন্টালি পাংচার।

২. ক্লাস রুমে শিক্ষক পাপ্পুকে বললেন ইংরেজিতে ০ থেকে ১০ পর্যন্ত গুনতে
পাপ্পু : ০, ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০
শিক্ষক : ৫ কোথায় গেলো?
পাপ্পু : মারা গেছে স্যার
শিক্ষক : কিভাবে?
পাপ্পু : গতকালকে ইংরেজি খবরে শুনলাম যে - 5 died in a car accident!!

৩. খোকা : ও বুড়িমা তোমার বয়স কতো হলো এবার?
বুড়ি : এইতো কুড়ি

হলো।
খোকা : বলছো কী! কুড়ি?
বুড়ি : আসলে এর বেশী আর গুনতে পারি না।

৪. একটি লোক রাস্তায় একটি বোতল দেখতে পেল, সে বোতলটি হাতে নিয়ে মুখ খুলতেই ভূর ভূর করে ধোয়া বেড়াতে লাগলো। সে দেখলো ধোয়াটা বেড়াতে বেড়াতে এক দৈত্য হয়ে গেল।
দৈত্য : হুকুম করুন শাহেব।
লোক : আঁ..ইয়ে..মানে?
দৈত্য : কী চান আপনি?
লোক: ইয়ে..ঢাকায় একটা বাড়ী।
এই কথা শুনে লোকটাকে থপাস করে একটা চর মারলো দৈত্য। বললো আরে পাগল তোকে বাড়ী দিতে পারলে আমি কি বোতলের ভিতরে থাকি।

৫. শিক্ষিকা : ছাত্রী.. লম্বা একটাশব্দবলো।
ছাত্রী: রাবার..মেম
শিক্ষিকা : এটাতো ছোটশব্দ।
ছাত্রী: টান দিলেই লম্বা হবে..মেম

৬. শিক্ষিকা : শীতকালে অতিথী পাখিরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের দেশে উড়ে আসে কেন?
ছাত্রী: মেম ওদের কাছেতো টাকা নাই, প্লেনের টিকিট কাটতে পারেনা, তাই নিজেরাই কষ্ট করে উড়ে আসে।

সংগ্রহে- মো. ইসমাইল হোসেন
ইউনিট: ঘোগাদহ উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ
ঘোগাদহ, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

ধাঁধাঁ

এমন কি আছে যা দৃষ্টিহীন, না বলতে পারে, না শুনতে পারে। তবুও সব সময় সত্য বলে।

গত সংখ্যার ধাঁধাঁর উত্তর 'চুলের বেনি'

(লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত ৫ জন সঠিক উত্তরদাতার নাম পরবর্তী সংখ্যায় ছাপানো হবে)

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
bsagrodoot@gmail.com, j.m.kamruzzaman@gmail.com

অগ্রদূত অক্টোবর'১৯ সংখ্যার ধাঁধাঁর সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী ৫জনের নাম নিচে দেয়া হল:

১. রোভার সাদিয়া ইসলাম
শ্রী নগর সরকারি কলেজ গার্ল-ইন-রোভার স্কাউট গ্রুপ, মুন্সীগঞ্জ

২. রোভার ইফাজ আহমেদ
বছিলা ওপেন এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

৩. রোভার মো. মাসুম বিল্লাহ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ, রাজশাহী

৪. নাজনীন সুলতানা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গার্ল-ইন-রোভার স্কাউট গ্রুপ, চট্টগ্রাম

৫. রোভার কাওসার আহমদ হৃদয়
গ্রিনবার লাইফ রেলওয়ে ওপেন স্কাউট গ্রুপ, সিলেট

(পাঠক আপনিও চমৎকার কৌতুক কিংবা ধাঁধাঁ পাঠাতে পারেন আমাদের ঠিকানায়। ছাপানোর উপযোগী কৌতুক কিংবা ধাঁধাঁ আপনার নামেই ছাপা হবে এই পৃষ্ঠায়।)

শীতকালীন ক্যাম্পিং: কিভাবে প্রস্তুতি নিবেন

আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি মানুষ তাঁবুবাসে যায় শীতকালে। কারণটাও খুব স্বাভাবিক, অন্য সময় আমাদের আবহাওয়ায় ক্যাম্পিং করা বেশ কঠিন। গরমে ও বৃষ্টিতে অনেকেই ক্যাম্পিংকে ঝামেলা মনে করেন। শীতের সময় দেশের অনেক পর্যটনের জায়গাগুলোতে মারাত্মক ভিড় থাকে। তাই তাঁবু সঙ্গে থাকলে নিজেদের মতো করে মোটামুটি কম মানুষ যায় এ রকম জায়গায় যেয়ে ক্যাম্পিং করা যায়।

তবে শীতকালে ক্যাম্পিং করতে গেলে কিছু জিনিসপত্র অতিরিক্ত লাগে যেটা বছরের অন্য সময় লাগেনা। আবার সব ধরনের ক্যাম্পিংয়ে কিছু জিনিসপত্র লাগবেই। এ আর্টিকেলে আসি শুধু শীতকালের ক্যাম্পিং যে গিয়াগুলো থাকা লাগবে সেগুলো নিয়েই আলোচনা করবো। আপনি যদি শুধু ক্যাম্পিং ছাড়া ট্রেকিং করতে চান তাহলে ট্রেকিংয়ে কি লাগবে সেটা দেখার জন্য এই আর্টিকেলটা পড়তে পারেন।

১. ভালো মানের তাঁবু: ক্যাম্পিংয়ের সবচেয়ে জরুরি জিনিস হচ্ছে ভালো মানের তাঁবু। সাধারণ মানের তাঁবু পানি নিরোধক ক্ষমতা থাকেনা, ফলে শিশিরেই তাঁবু ভেজা শুরু করে যেটা আপনাকে খুব বিপদে ফেলতে পারে। এছাড়া তাঁবু কয়জনের সেটাও দেখে নিবেন। গাদাগাদি করে বেশি লোক থাকলে ঘুমের সমস্যা হবে।

লম্বা পথ যদি আপনাকে তাঁবু বহন করে ট্রেকিং করে ক্যাম্পিংয়ে যেতে হয় সেক্ষেত্রে আল্ট্রালাইট তাঁবু জরুরি। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁবু ভারী হলেও তেমন সমস্যা নেই। যেমন গাড়ি বা লঞ্চে গেলে সারাক্ষণতো তাঁবু বহন করা লাগেনা, সেক্ষেত্রে তাঁবু একটু বড়/ভারী হলে তেমন কোন সমস্যা নেই।

২. ইনস্যুলেটেড ম্যাট্রেস: অনেকে ধারণাই করতে পারেনা রাতের বেলা তাঁবুর নিচের দিক থেকে কি ধরণের ভয়াবহ ঠান্ডা উঠতে পারে। এ থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই আপনার সাথে একটি ইনস্যুলেটেড ম্যাট্রেস থাকতে হবে। তাঁবু ফেলার পর এই ম্যাট্রেস তাঁবুতে বিছিয়ে তার উপর থাকতে হবে। ভালোমানের ভাজ করা যায় এরকম ম্যাট্রেস পাওয়া যায় অ্যাডভেঞ্চার শপগুলোতে। সেটা ব্যবহার করতে না চাইলে বা একবার ব্যবহারের জন্য হার্ডওয়ারের দোকান থেকে নিজের শরীরের মাপে একটা ইনস্যুলেটেড ম্যাট্রেস কিনে সেটা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন।

৩. স্লিপিং ব্যাগ ও পিলো: এই আবহাওয়ায় ক্যাম্পিংয়ের জন্য স্লিপিং ব্যাগ অত্যন্ত জরুরি। কম্বল বা এ ধরণের কিছু বহন করা কঠিন এবং ক্যাম্পসাইটে প্রয়োজন ঠিকমতো মেটাতে পারেনা। তাই শীতের ক্যাম্পিংয়ে স্লিপিং ব্যাগ থাকতেই হবে। এছাড়া ক্যাম্পিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ইনফ্লেটেবল পিলোও নিতে পারেন।

৪. টেন্ট লাইট: যে কোন সময় ক্যাম্পিং করতে হলেই টেন্ট লাইট জরুরি। সাধারণত আমরা এমন জায়গায় ক্যাম্পিং করি যেখানে বিদ্যুতের সংযোগ থাকেনা। অন্তত পক্ষে একটি হেডল্যাম্প বা টর্চ লাইট হলেও কাজ চলে যাবে। যেখানে শেয়ালের উৎপাত বেশি সেখানে টেন্ট লাইট সারা রাত জ্বালিয়ে রাখতে পারেন।

৫. পাওয়ার ব্যাংক: ভ্রমণে এখন পাওয়ার ব্যাংক অপরিহার্য একটা জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাতে মোবাইল চার্জ দেয়া, ইউএসবি লাইট ব্যবহার করা, ক্যামের ব্যাটারি চার্জ করাসহ সব কাজেই পাওয়ার ব্যাংক লাগবে।

৬. পানি ও শুকনো খাবার: সাধারণত ক্যাম্পিংয়ের জায়গায় খাবারের কিছুই পাওয়া যায়না। তাই সঙ্গে পানির বোতলে বিশুদ্ধ পানি ও কিছু শুকনো খাবার যেমন বিস্কিট, চকলেট, মুড়ি এসব রাখতে পারেন।

৮. ব্যাকপ্যাক: সবকিছু বহনের জন্য ভালো বড় ব্যাকপ্যাক নিতে হবে। ব্যাকপ্যাকে প্রয়োজনীয় জামা-কাপড়ও নিবেন। সাধারণত ব্যাকপ্যাকের বাইরের অংশে তাঁবু রাখার মতো বেল্ট থাকে, সেখানে তাঁবু ঝুলিয়ে নিতে পারবেন।

৯. স্যানিটেশন: প্রয়োজনীয় পরিমাণে হাইজিন ও স্যানিটেশনের জিনিসপত্র নিবেন। যেমন একটি ছোট সাবান, কিছু টয়লেট টিস্যু, টুথব্রাশ ও সাবান। মশা ও পোকামাকড় থেকে বাঁচতে ওডোমোস ব্যবহার করতে পারেন। সর্বোপরি একটি গামছাও দরকার যেটা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যাবে।

কিছু পরামর্শ:

১. ক্যাম্পিংয়ের জন্য মোটামুটি সমতল জায়গা ব্যবহার করবেন। ঢালু জায়গা/উঁচু-নিচু জায়গায় তাঁবু ফেললে ঘুমাতে কষ্ট হবে।

২. চেষ্টা করবেন কোন গাছের নিচে ছায়াযুক্ত স্থানে ক্যাম্প স্থাপণ করতে। রাতের বেলা অনেক ঠাণ্ডা থাকলে দিনের বেলা রোদে কষ্ট হয়, তাই ছায়াযুক্ত স্থানেই ক্যাম্প করা ভালো।

৩. দিনের আলো থাকতে থাকতেই ক্যাম্প স্থাপনার কাজ শেষ করে ফেলতে পারেন।

৪. যেখানে তাঁবু পাতবেন সেখানে তাঁবু পাতার আগে একটি তেরপাল/পাস্টিক শিট বিছিয়ে নিতে পারেন, এতে তাঁবুর নিচের অংশে বালি-কাদা লাগবেনা।

৫. সঙ্গে একটি হ্যামকও রাখতে পারেন, যাতে অবসর সময়ে গাছে হ্যামক ঝুলিয়েও বিশ্রাম নিতে পারেন।

৬. তাঁবু পাতার আগে দেখে নিন নিচে ছোট গাছের গুড়ি বেরিয়ে আছে কিনা। তা না হলে তাঁবুর ক্ষতি হতে পারে।

পরিশেষে যেখানেই ক্যাম্পিং করতে যাবেন, সেখানকার পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন কিছু করবেন না।

(vromonguru.com থেকে সংগৃহীত)।

■ লেখক: জন্মজয় কুমার দাশ
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

গ্রামের নাম কাঁকনডুবি

বইয়ের নাম: গ্রামের নাম কাঁকনডুবি
লেখক: মুহাম্মদ জাফর ইকবাল

প্রকাশক: এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি,তাম্রলিপি,
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১৯৯
মুদ্রিত মূল্য: ৪০০ টাকা
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : আরাফাত করিম
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রিয় স্কাউট বন্ধুরা মুক্তিযুদ্ধের গল্প তোমরা কতই না শুনেছো। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের দেশের মানুষদের কেমন কষ্টের জীবন গিয়েছে, কত মানুষ মরে গিয়েছে, কত মানুষের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে পাস্তিানি হানাদার আর তাদের দেশি দোসর রাজাকারেরা। এত গল্প শুনতে শুনতে আর পড়তে পড়তে তোমাদের মনে হতেই পারে সব গল্প বুঝি তোমাদের জানা। তবে কি জানো মুক্তিযুদ্ধের সময় এতগুলো মানুষ এমন একটা ভয়ংকর সময় পার করেছে যে সবার কাছেই একটা অন্য রকমের গল্প আছে যুদ্ধকে ঘিরে। হোক সেই মানুষটা অতি বৃদ্ধ অথবা একদম শিশু।

গ্রামের নাম কাঁকনডুবি মুহাম্মদ জাফর ইকবালের একটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস। তবে উপন্যাস বলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই উপন্যাসটি লেখা হয়েছে একদম তোমাদের মতো ছোট ছট ছেলেমেয়েদের কথা চিন্তা করে। এমনকি গল্পের মূল যে চরিত্র রঞ্জুর তার বয়সও তোমাদের ধারে কাছেই। রঞ্জুর বাড়ি কাঁকনডুবি গ্রামের একপ্রান্তে। সেখানে রঞ্জুর সঙ্গে থাকে ওর নানী। রাক্ষুসে নদী কালি গাঙ এ ডুবে রঞ্জুর বাবা মা দুইজনই মারা গিয়েছেন। রঞ্জুকে নিয়ে তাই নানীর ভয় কাটেই না। সে সারাক্ষণই বকবক করে রঞ্জুকে সাবধান করে।

কাঁকনডুবি গ্রামটা অন্য সব গ্রামের মতোই। এখানে স্কুল আছে, বাজার আছে, চায়ের দোকান আছে, পাগল আছে এমনকি একটা ফালতু লোক মতি পর্যন্ত আছে।

স্কুলে গিয়ে আর দুষ্টুমি করে রঞ্জুর খুব ভালো দিন কাটছিল এমন সময় রঞ্জুদের স্কুলে পড়াতে আসেন মাসুদ ভাই। মাসুদ ভাই অন্য সব শিক্ষকদের মতো নন। তাই তাকে সহজেই স্যার না ডেকে ভাই ডাকা যায়। রঞ্জুরা সবাই মাসুদ ভাইয়ের ভক্ত হয়ে যায়। মাসুদ ভাই কত্ত জানেন কতকিছু করতে পারেন, আর এত্ত এত্ত তার পরিকল্পনা।

আগে যেখানে রঞ্জুরা স্কুলে যেত আর আসতো ক্লাস করতে রঞ্জুদের খুব একটা আনন্দ হতো না সেখানে মাসুদ ভাই আসার পরে সব বদলে গেলো। এখন সবাই স্কুলে যেতে চায়,

মাসুদ ভাইয়ের গল্প শূনতে চায়, মাসুদ ভাইয়ের কাছ থেকে বই নিতে চায়। মাসুদ ভাইয়ের পরামর্শ ওরা একুশে ফেব্রুয়ারির দিন সকালে প্রভাত ফেরি করলো স্কুলে শহীদ মিনার বানালো। একদম হই হই রই রই ব্যাপার।

এমন চমৎকার দিনের মধ্যেও একটা কালো ছায়া এসে লাগলো সহসাই। দেশে যুদ্ধ লেগে গেলো। যদিও কাঁকনডুবি গ্রাম ঢাকা থেকে অনেক দূরে তাও মানুষ কেবল যুদ্ধ নিয়েই কথা বলা যুদ্ধের চিন্তাতেই অস্থির থাকে। এই চিন্তাকে আরও বাড়িয়ে দিতে কাজীবাড়ির বড় ছেলের পরিবার কাঁকনডুবি গ্রামে এসে জুটলো। সবাই বলাবলি করতে লাগলো কাজীবাড়ির বড় ছেলেকে নাকি পাকিস্তানীরা মেরে ফেলেছে। বড় ছেলের স্ত্রী আর দুই কন্যার মুখে যুদ্ধ দেখার আতঙ্ক গ্রামের মানুষদের চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিলো।

সবাই যদিও ভাবছিলো এই অজ পাড়া গা কাঁকনডুবিতে আর কে আসবে যুদ্ধ করতে কিন্তু ব্যাপারটা তা রইলো না। হঠাৎ একদিন মাসুদ ভাই উধাও হয়ে গেলেন। লোকে বলে তিনি নাকি যুদ্ধ করতে গিয়েছেন। এদিকে ফালতু মতি দিব্যি চোখে সুরমা পরে পাকিস্তানীদের সঙ্গে জুটে গেল, আর রঞ্জুদের প্রিয় স্কুল হয়ে গেলো পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘাঁটি।

রঞ্জু এমনি মানুষ ছট তবে সে যুদ্ধ এবং মৃত্যু বিষয়ে সচেতন। ওর চেষ্টায় গ্রামের হিন্দু পরিবাররা পালিয়ে জীবন বাঁচালো।

এই বিশাল যুদ্ধের হুলোড়ে যেই কাজীবাড়িতে রঞ্জুরা ঢুকার কথা ভাবতেই পারতো না সেই বাড়ির বড় ছেলের ছোট মেয়ে ডোরার সঙ্গে রঞ্জুর খুব ভাব হয়ে গেলো। বাবাকে হারানোর পরে ডোরা খুব অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। কারও সঙ্গে কথা বলে না, নিজের মতো থাকে। শুধু রঞ্জুর সঙ্গেই ওর যা বন্ধুত্ব।

মাসুদ ভাইয়ের কথা ভেবে ভেবে রঞ্জুও ঠিক করে সে মুক্তিযুদ্ধে যাবে। যদিও সে জানে না এত ছোট মানুষ সে কীভাবে যুদ্ধে যাবে। রঞ্জুর সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে ডোরাও। সে একদম চুল কেটে ছেলেদের মতো পোশাক পরে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে। কেউ যেন না বুঝে ও একটা মেয়ে তাই নামও বদলে "খোকন" রেখেছে।

হানাদারদের অত্যাচার থেকে যখন সবাই জান বাঁচাতে ব্যস্ত তখন এই দুইটি শিশু নেমে যায় যুদ্ধের ময়দানে। কেমন হলো ওদের যুদ্ধ আর কীভাবেই বা ওরা মূল যোদ্ধাদের অংশ হতে পারলো এই নিয়ে গল্প গ্রামের নাম কাঁকনডুবি। বইয়ে খুব সুন্দর কিছু লাইন আছে যা তোমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করবে।

মুহাম্মদ জাফর ইকবালের মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস বললেই আমার বন্ধু রাশেদের নাম চলে আসে অবধারিতভাবেই। সেই অসাধারণ উপন্যাসটির সঙ্গে গ্রামের নাম কাঁকনডুবির কোনো মিলই খুঁজে পাবে না। এটা একটা অন্য গল্প, অন্য জীবন, অন্য রকমের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এই গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে যুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ আর অবদান চমৎকারভাবে তুলে ধরা। উপন্যাসের একদম শেষে এসে একজন বীরাঙ্গনা যখন বলে উঠেন, তোমাদের যুদ্ধ শেষ, আমাদের যুদ্ধ মাত্র শুরু। তখন নিমেষেই তুমি যুদ্ধপরবর্তী বীরাঙ্গনাদের জীবনের সংগ্রাম আর অশেষ বঞ্চনার কথা জেনে যাবে এই একটা বাক্যের মধ্য দিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা, বই, সিনেমা, যাদুঘর দর্শন ইত্যাদি আমরা যুদ্ধের বিভিন্ন স্মরণীয় দিনকে সামনে রেখে করি। তবে একটা দেশের গল্প শুধু কিছু দিনের নয়, মুক্তিযুদ্ধও কিছু দিনের গল্প নয়। এটি আমাদের একটা আত্ম উপলব্ধির বিষয়, আমাদের হৃদয়ে ধারণের বিষয়। একটা বিরাট যুদ্ধই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জীবনের ভিত্তি হিসেবে। আমরা যদি আমাদের দেশের এই ভিত্তিটাকেই ভালোভাবে ধারণ করতে না পারি তবে দেশকে আমরা সঠিকভাবে সামনে নিয়েও যেতে পারবো না।

■ লেখক: জন্মজয় কুমার দাশ
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

পাখিদের নিরাপদ আবাস গড়তে গাছে গাছে হাঁড়ি বাঁধছে স্কাউটরা

অবাধে বন উজাড় এবং পাখি বাসা বাঁধে না

এমন বিদেশী গাছ যেমন মেহগনি, রেইনট্রি, ইউক্লিপটাস ইত্যাদি অধিক হারে রোপন করায় পাখিদের আবাস ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

পরিবেশের এই বিপর্যস্ত সময়ে পাখিদের জন্যে ভালোবাসা ফুলপুরের স্কাউটদের মাঝে। ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার হেলডস্ ওপেন স্কাউট গ্রুপের সদস্যরা গাছে গাছে মাটির হাড়ি বেঁধে পাখির জন্য আবাস তৈরি করে দিচ্ছে নিজ তাগিদে। পাখিদের এই প্রজনন মৌসুমে এগুলোতে নির্ভয়ে বাসা বাঁধছে মা পাখি। ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর ও ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায় সহস্রাধিক হাঁড়ি বাঁধার কাজ সম্পন্ন করেছে উল্লেখিত স্কাউট দলের সদস্যরা।

তাঁদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান। সেইসাথে জেলা প্রশাসন ও হেলডস্ ওপেন স্কাউট গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে ময়মনসিংহ জেলায় প্রায় ৫ হাজার হাঁড়ি বাঁধার নতুন পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

ময়মনসিংহ জেলাকে পাখি ও বন্যপ্রাণীদের নিরাপদ আবাস হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্কাউট দলটির কাজ চলমান থাকবে এমনটাই আশাবাদ স্থানীয় জনগণের। সকলে এ ব্যপারে আন্তরিক হলে গ্রামবাংলা আবার তার প্রাণ ফিরে পাবে, পাখির কলকাকলিতে মুখর হবে গ্রামীণ পরিবেশ।

পাখির অভয়াশ্রম তৈরির পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন বিল, হাওর ও পাখিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিচরণ ক্ষেত্রের আশেপাশের এলাকাগুলোতে পাখি শিকার বন্ধে সচেতনতা মূলক প্রচারণাও চালাচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটসের এই মুক্ত দলটি।

ফুলপুর ও ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার উপজেলা পরিষদ, ফুলপুরের ডোবাবিল, নগুয়া, ঈশ্বরঞ্জের ভূমি অফিস, বড় পুকুর পাড়, বাজার, জেলা পরিষদের ডাক বাংলো ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তৈরিকৃত বাসাগুলোতে শালিক, পেঁচা, চড়ুই, বুলবুলি, ফিঙ্গে, ঘুঘু ইত্যাদি পাখি বাসা বেঁধে ডিম পাড়ছে, বাচ্চা ফুটাচ্ছে।

■ লেখক: অগ্রদূত প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ

জানা অজানা

মুজিববর্ষ

১৭ মার্চ ২০২০ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বর্ষব্যাপী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে জাতীয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ ঐ অনুষ্ঠানের ১০০ দিনের কাউন্টডাউন শুরু হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত মুজিববর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য রাখবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

একছাতার নিচে তিন হেল্পলাইন

১০৯, ৯৯৯ ও ৩৩৩- সরকারি এ তিনটি হেল্পলাইন থেকে পৃথক সেবা পাওয়া যায়। কিন্তু সেবাগ্রহীতারা নির্দিষ্টভাবে কোন নম্বরে কোন সেবা মিলবে, জানেন না বলে সেবা পেতে বিড়ম্বনায় পড়েন। আবার নতুনভাবে সংশ্লিষ্ট হেল্পলাইনে ফোন দিতে হয় বলে সেবা পেতে দেরি হয়। তাতে অনেক সময় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়। সেবা দেয়ার ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটে। এ সমস্যা সমাধানের সমঝোতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে হেল্পলাইন ১০৯, ৯৯৯ ও ৩৩৩ একসাথে কাজ করবে। এতে সাধারণ মানুষ ও আক্রান্ত ব্যক্তিরা সহজে ও স্বল্প সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সেবা পাবেন। এ তিনটি হেল্পলাইনের যে কোনোটিতে ফোন দিলে সেবাদাতা সমস্যার ধরণ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হেল্পলাইনে কলটি পাঠিয়ে দেবেন। নতুন করে আর সেবাগ্রহীতাকে ফোন করার ঝামেলায় যেতে হবে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। ফলে দ্রুত ও সহজে সেবা পাওয়া যাবে।

ইরানে নতুন তেলক্ষেত্রের আবিস্কার

ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খোজেস্তান প্রদেশে নতুন একটি তেলের খনি আবিস্কৃত হয়। ১০ নভেম্বর ২০১৯ প্রথম নতুন তেলক্ষেত্র আবিস্কারের ঘোষণা দেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ড. হাসান রুহানি। এরপর ১১ নভেম্বর ২০১৯ ইরানি জ্বালানি মন্ত্রী বাইজান নামদার জাঙ্গানেহ আবিস্কৃত তেলক্ষেত্র সম্পর্কিত তথ্য জানান। আবিস্কৃত এ তেলক্ষেত্রটি বোস্তান থেকে উমিদেহ পর্যন্ত বিস্তৃত, যার আয়তন ২,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩.১ কিলোমিটার গভীরে অবস্থিত এবং গড়ে ৮০ মিটার পুরু এ তেলক্ষেত্রে ৫,৩০০ কোটি ব্যারেল তেল মজুদ রয়েছে। তবে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে মাত্র ২,২০০ কোটি ব্যারেল তেল উত্তোলন সম্ভব।

নতুন আবিস্কৃত তেলক্ষেত্রটি ইরানের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেলক্ষেত্র। দেশটির সবচেয়ে বড় তেলক্ষেত্র অবস্থিত আহভাজে। সেখানে তেল মজুদ রয়েছে ৬,৫০০ কোটি ব্যারেল।

চাঁদে ইকোনমিক জোন

চীন আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদে ইকনোমিক জোন (অর্থনৈতিক অঞ্চল) গড়ার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ অর্থনৈতিক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ১০ লাখ কোটি ডলার ব্যয় ধার্য করা হয়। ২ নভেম্বর ২০১৯ চীনের মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংস্থার প্রধার বাও ওয়েমিন এ প্রকল্পের ঘোষণা করেন। এ ইকোনমিক জোনের পরিধি পৃথিবী ও চাঁদের কাছাকাছি স্থান ছাড়াও মধ্যবর্তী জায়গাতেও থাকবে। ২০৩০ সালের মধ্যে মূল প্রযুক্তির নির্মাণ কাজ শেষ হবে। আর ২০৪০ সালের মধ্যে যোগাযোগ প্রযুক্তির নির্মাণ সম্ভব হবে।

মঙ্গলে সমুদ্রের অস্তিত্ব

মঙ্গলে পানির অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে নাসা। গ্রহটির দক্ষিণ দিকে এরিয়াদানিয়াম সমুদ্র থাকার চিহ্ন পাওয়া গেছে। নাসার মার্স রেকনাইসেন্স অর্বিটার এ তথ্য দিয়েছে। এরিদানিয়াম প্রায় ৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে সমুদ্র ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। সেখানে সমুদ্রের তলায় হাইড্রোথার্মার অ্যাক্টিভিটির নির্দশন পাওয়া গেছে। গবেষকরা জানান, পানি গরম হয়ে বাষ্পীভূত হয়ে এ জায়গার সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে যেমন সমুদ্রের গভীরে জলবিদ্যুৎ শক্তি আছে, তেমনই এখানে পাওয়া গেছে।

গবেষকরা জানান, এরিদানিয়ায় যে পানির চিহ্ন পাওয়া গেছে তা নেহাত কম নয়। প্রায় ২ লাখ ১০ হাজার কিলোমিটার জুড়ে সমুদ্র থ াকার প্রমাণ মিলেছে। ধাতব মিশ্রণও এখানে পাওয়া গেছে। অভ্র ও কার্বনেটের প্রমাণও মিলেছে। ঐ এলাকায় লাভার চিহ্ন পাওয়া গেছে। লাভার প্রমাণ পাওয়ার পর এটুকু স্পষ্ট যে, এখানে আগ্নেয়গিরিরও অস্তিত্ব ছিল।

পর্বতারোহণে সর্বকালের সেরা রেকর্ড

২০১৯ সালের এপ্রিলে বিশ্বের উচ্চতম ১৪টি পর্বতচূড়ায় ওঠার অভিযান শুরু করেন নেপালি পর্বতারোহী নির্মল পুর্জা। ২৯ অক্টোবর ২০১৯ সর্বশেষ চীনের শিশাপাংমা শৃঙ্গ (৮০১২মিটার) আরোহণ করেন তিনি। তার জয় করা ১৪টি পর্বতের সবগুলোর উচ্চতা ৮,০০০ মিটারের বেশি। এর মধ্য দিয়ে পর্বতারোহণের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বদেশের রেকর্ড ভেঙ্গে দেন নেপালি পর্বতারোহী নির্মল পুর্জা। মাত্র ৬ মাস ৬ দিনের বিশ্বের সর্বোচ্চ ১৪টি শৃঙ্গ জয় করে নতুন রেকর্ড গড়েন তিনি। তার আগে সবচেয়ে কম সময়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ ১৪টি শৃঙ্গ জয় করেছিলেন পোল্যান্ডের প্রয়াত পর্বতারোহী জারজি কুকুক্কা। তিনি সময় নিয়েছিলেন ৭ বছর ১১ মাস ১৪ দিন। এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ জন পর্বতারোহী বিশ্বের উচ্চতম এ ১৪টি পর্বতচূড়ায় উঠেছেন।

বড়দিন কিন্তু আসলে বড় নয় !

বড়দিন বা ইংরেজীতে ক্রিসমাস। খ্রিষ্টানদের একটি ধর্মীয় উৎসব। ২৫ ডিসেম্বর যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন হওয়ায় খ্রিষ্টানরা এ উৎসব পালন করে থাকে। উপহার প্রদান, আলোকসজ্জা, বড়দিনের কার্ড বিনিময়, বড়দিনের বৃক্ষ, গির্জায় ধর্মোপাসনা ইত্যাদি এ উৎসবের প্রধান অনুষঙ্গ। বাংলায় এ উৎসবকে বড়দিন বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি বছরের সবচেয়ে বড় দিন নয়। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরার সময় সূর্যের আলো ধীরে ধীরে উত্তর দিকে সরে যেতে থাকে। এভাবে সরতে সরতে ২১ জুন সূর্য পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের কর্কটক্রান্তির উপর অবস্থান করে এবং এত সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়ায় এর বেশি অংশে সূর্যের আলো পড়ে। তাই ২১ জুন উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন ও ছোট রাত সংঘটিত হয়। একই সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে রাত বড় ও দিন ছোট হয়। পৃথিবীর এ পরিক্রমায় ২২ ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধে ক্ষুদ্রতম দিন ও দীর্ঘতম রাত সংঘটিত হয়।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মৌচাক স্কাউট স্কুল এন্ড কলেজ পরিদর্শনে এশিয়ার এডাল্টস ইন স্কাউটিং ওয়ার্কশপের প্রতিনিধিগণ।

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ভাওয়াল মির্জাপুর হাজী জমির উদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজ পরিদর্শনে সানসো চিফ কমিশনারগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ভ্রমণ কাহিনী

গার্ল-ইন-স্কাউট দলের ভারত শিক্ষা সফর

ভারত আগেও যাওয়া হয়েছে। তবে গত ২৬ জুন ভারত শিক্ষাসফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মনে ছিল অন্যরকম উত্তেজনা। তার আগে ১২ জুন আমি জানতে পারি আমি ভারত শিক্ষা সফরের জন্য নির্বাচিত হয়েছি। শিক্ষাসফরটির আয়োজক ছিল বাংলাদেশ স্কাউটস এর গার্লস ইন স্কাউটিং বিভাগ।

এই শিক্ষাসফরের জন্য বাংলাদেশ স্কাউট সারা বাংলাদেশের স্কাউট গ্রুপ থেকে ৩ জন গার্ল ইন স্কাউট, রোভার স্কাউট থেকে ৩ জন গার্ল ইন রোভার এবং ২ জন অ্যাডাল্ট লিডার নির্বাচন করেছিল। আমাদের দল ছিল মোট ৮ জনের।

আমাদের এই শিক্ষাসফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত বিশ্ব নির্মাণ এবং স্কাউট কার্যক্রমে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সংস্কৃতি বিনিময় করা।

ভারত সফরের আগে ভাবছিলাম সফরসঙ্গীরা কেমন হবেন। তবে সফরের দিন আমরা সবাই যখন কাকরাইল ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টারে মিলিত হই তখন প্রত্যেকের মনের বিস্ময় দূর হয়ে গেল। সফরের মধ্যেই খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম একে অপরের। যেন এক পরিবার।

ঢাকা থেকে ভারতের শিলিগুড়ি পৌঁছাতে আমাদের সময় লেগেছিল প্রায় ১৯ ঘণ্টা। আমরা বুড়িমারি সীমান্ত হয়ে ভারত গিয়েছিলাম। যাত্রাপথে বিশ্রাম নিয়েছিলাম আদিতপুর স্কুলে। যখন আমরা ভারতে প্রবেশ করি তখন প্রকৃতি বৃষ্টিবন্দনায় ব্যস্ত ছিল। রিমিঝিমি আওয়াজে প্রতিবেশী দেখ হতে আগত আমাদের স্বাগত জানাচ্ছিল। বৃষ্টি, হিমেল হাওয়া আর ভেজা মাটির গন্ধ ভালোই লাগছিল আমাদের।

রাত ৯ টায় আমরা শিলিগুড়ি পৌঁছাই। সবাই খুব বেশি ক্লান্ত ছিলাম। তবে শহরের মনমুগ্ধকর আলোকসজ্জা দেখে মুহূর্তেই ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। হোটেল সুন্দরবন এ আমরা রাত্রিযাপন করি। পরদিন খুব সকালে আমরা দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে রওনা

দেই। বাংলাদেশে যখন প্রখর গরম, তখন দার্জিলিং এর হিমেল হাওয়া আমাদের কাছে আশীর্বাদের মত মনে হচ্ছিল। পাহাড় কেটে তৈরি করা আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে যখন আমাদের গাড়ি যাচ্ছিলো, আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। একসময় খেয়াল করে দেখলাম সমতল থেকে অনেক উপরে আমরা। নিচের দিকে তাকালে সাদা মেঘের ভেলার ফাঁকে ফাঁকে যে বাড়িঘরগুলো দেখা যাচ্ছিলো তা খুবই ছোট দেখাচ্ছিল। সবকিছু এত নৈসর্গিক দেখাচ্ছিল যা বলে বুঝানোর মত নয়। তাই বুঝি দার্জিলিং বিশ্বস্বীকৃত এক নান্দনিক জায়গা।

দার্জিলিং পৌঁছেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম শহরটা ঘুরে দেখতে। প্রথমেই আমরা যাই তানজিং রক পরিদর্শনে। তেনজিং রক একটি বিশাল পর্বতের ছোট খাটো নমুনা। একটি পাথরের টুকরোই পুরো পর্বতের ন্যায় দেখতে। সেখান থেকে যাই চা বাগান দেখতে। শহরের খুব কাছেই এই দৃষ্টি নন্দন চা বাগান টি। কিছুক্ষণের জন্য সেখানকার ট্রেডিশনাল জামা পড়ে তাদের সঙ্গে রেঙ্গেছিলাম সবাই। সবচেয়ে বেশি আনন্দ

করেছিলাম চা বাগানেই। চা বাগানের পাশে বসে চা খেয়ে রওনা দিলাম পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক এর দিকে। চিড়িয়াখানাটি ১৯৫৮ সালে চালু করা হয় এবং ৭,০০০ ফুট (২,১৩৪ মিটার) উচ্চতায় অবস্থানের কারণে ভারতের সর্বোচ্চ উচ্চতায় অবস্থিত চিড়িয়াখানা হিসাবে প্রসিদ্ধ। চিড়িয়াখানাটি লাল পান্ডা, হিমালয়ের স্যালামাণ্ডার, তিব্বতীয় নেকড়ে এবং স্নো লেপার্ড প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য বিখ্যাত। চিড়িয়াখানার ভেতরেই একসাথে আছে হিমালয় মাউন্টেন ইন্সটিটিউট ও মিউজিয়াম। একজন পর্বত আরোহির পাহাড়ে কি কি কাজ, কিভাবে ট্রেকিং, ক্লাইম্বিং করবে, কোথায় কিভাবে পারাপার হবে, এভারেস্ট জয়ীদের বিভিন্ন স্মৃতি চিহ্নসহ আরো অনেক ইতিহাস সংরক্ষিত আছে এই মিউজিয়ামে। কিছুক্ষণের জন্য ভুলেই গেছিলাম ভারতে আছি। মনে হচ্ছিলো নেপাল এ আছি। ঘুরে এসেছি ঐতিহাসিক লালকুঠিও। ব্রিটিশ আমলের সরকারি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র কাউন্সিল হাউস লাল কুঠির । এছাড়াও আমরা আরো পরিদর্শন করি জাপানিজ টেম্পল এবং পেস প্যাগোডা। শহরের খুব কাছেই এই টেম্পলটি। এই বৌদ্ধ মন্দির টি জাপানী সাধুর অর্থায়নে তৈরি বলে একে জাপানি টেম্পল বলা হয়। প্রথমে সিড়ি বেয়ে উঠতেই একটি মন্দির চোখে পড়ে, যেটার দরজায় বিশাল গোল্ডেন কালারের দুটি সিংহ মূর্তি আছে এবং এর ভিতরে বড় জাপানি সাধুর মূর্তি রয়েছে। ডান দিকে রয়েছে পেস প্যাগোডা। পেস প্যাগোডার অর্ধেক টা উপড়ে উঠার সিড়ি আছে। পুরো প্যাগোডা এলাকাটি নীরব এবং শান্ত এবং ইহা একটি ধর্মীয় পবিত্র স্থান।

ঘুরে দেখার তালিকা থেকে বাদ পড়েনি টাইগার হিলও। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০,০০০ ফুট উঁচু এই পাহাড়ের চূড়া থেকে অপূর্ব সুন্দর সূর্যোদয় দেখা যায়। সূর্য্যি মামা উঠার আগেই আমরা জেগে উঠে রওনা করি টাইগার হিলের দিকে। কনকনে ঠান্ডা, কুয়াশার চাদরে মোড়া প্রকৃতি উপভোগ করতে করতে চলে যাই টাইগার হিলে। মেঘ, কুয়াশা আর সূর্যের লুকোচুরি চলে কিছুক্ষণ। অবশেষে দেখা মেলে সদ্য জাগ্রত সূর্যি মামার। অপরূপ সেই দৃশ্য। পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বত কাঞ্চনজঙ্ঘা কে এখান থেকে দেখা যায়। সূর্যোদয় দেখা শেষে চলে যাই বাতাসিয়া লুপ দেখতে। এখানেই দার্জিলিং এর টয় ট্রেন ৩৬০ ডিগ্রীতে ঘুরে আবার ঘুম ষ্টেশনের দিকে যায়। পথে ঘুরে দেখি ঘুম মনেস্ট্রিও। গাড়ি থেকে নেমে মেইন রোড থেকে সিড়ি দিয়ে কিছুটা নিচে নেমে যেতে হয়। এর ভিতরে বিশাল দৃষ্টিনন্দন বৌদ্ধ মূর্তি আছে। এরপর রওনা করি রক গার্ডেন এর উদ্দেশ্যে। শহর থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট নিচে নেমে যেতে হয়েছিল এই বাহারি ঝর্নার বাগান দেখতে। শহর থেকে রক গার্ডেনের উদ্দেশ্যে যাত্রাটি ছিল আমাদের পুরো শিক্ষা সফরের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর যাত্রা। রাস্তা গুলো খুব আঁকাবাঁকা এবং নিচের দিকে খাঁড়া ছিল। সেই সময় মনে হচ্ছিলো রোলার কোস্টারে চড়েছি। প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করছিলাম সবাই। কখনো ভয়ে নিজেদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছিলাম। আর কখনো প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য শুকরিয়া জানাচ্ছিলাম। রক গার্ডেনের ঝর্নার প্রতিটা স্টেপ দেখার জন্য আছে সুন্দর পথ ও সিঁড়ির ব্যবস্থা। চাইলে একদম উপড় পর্যন্ত উঠে ঝর্ণা ও তার আশপাশ এর সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। আরো আছে বাহারি ফুলের বাগান।

দার্জিলিং ভ্রমণ শেষে ঘুরে এলাম কালিম্পং শহর। কালিম্পং তিস্তা নদীর ধারে একটি শৈলশিরার উপর অবস্থিত। লোকমুখে শুনলাম, চীনের তিব্বত আগ্রাসন ও ভারত-চীন যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এই শহর ছিল ভারত-তিব্বত বাণিজ্যদ্বার। নেপালি, অন্যান্য আদিবাসী উপজাতি ও ভারতের নানা অংশ থেকে অভিনিবেশকারীরা শহরের প্রধান বাসিন্দা। কালিম্পং শহর জুড়ে চোখে পড়লো নানাপ্রকার দৃষ্টিনন্দন অর্কিড। আমরা শহরের সর্বোচ্চ স্থান ডেলো পার্কে গিয়েছিলাম। কালিম্পং শহরে রেলি উপত্যকা, তিস্তা নদী এবং এর উপত্যকাগুলির আশেপাশের গ্রামগুলি এই স্থান থেকে দেখা যায়। ঘুরে এসেছি নর্থ বেঙ্গল সাইন্স সেন্টারও। বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর মজার কিছু প্রয়োগ চোখে পড়ে সেখানে। তবে সবচেয়ে মজার ছিল কাঁচের ঘর। অনেকগুলো কাঁচ এমনভাবে রাখা ছিল যে বের হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তার উপর ভিতরে এক বুড়ির পৈশাচিক হাসির আওয়াজ পথ হারানোর ভয় টা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। সব মিলিয়ে ভালো ছিল সফর।

ফিরে আসার আগের দিন রাতে আমরা সবাই যখন আড্ডার মধ্যে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করছিলাম সবার চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত। যেন কত জন্মের পরিচিতি আমরা একে অপরের। নিজেদের পরিবার দূরে রেখে দূরদেশে আপন দেশের মানুষগুলো মিলে যে পরিবার গড়েছিলাম তা ছেড়ে চলে আসতে হবে এটা কারোই মন চাইছিল না।

যখন দেশে ফিরলাম, আবার বৃষ্টি তার স্নিগ্ধতা দিয়ে বরণ করে নিল আমাদের। নিজের অজান্তেই মনে বেজে উঠছিল একটি গান, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি"।

আমার স্কাউট জীবনে সবচয়ে রোমাঞ্চকর, আনন্দদায়ক ও স্মৃতিময় এক অধ্যায় হয়ে থাকবে এই ভারত সফর। হয়তো দেশে ফিরে জীবনযাত্রার ব্যস্ততায় ভুলে যাবো যোগাযোগ করতে। তবে একে অপরকে ভুলবো না কখনো। ভুলবো এই ৭ দিনের স্মৃতি ধন্যবাদ গার্ল ইন স্কাউটিং ডিভিশন, বাংলাদেশ স্কাউটস।

■ লেখক: নুসরাত জাহান নিসাত
সিনিয়র রোভারমেট, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপ।

ঘৃতকুমারীর যত গুণ

ঘৃতকুমারী (বৈজ্ঞানিক নাম: Aloe vera), (ইংরেজি: Medicinal aloe, Burn plant) একটি রসালো উদ্ভিদপ্রজাতি। এটি এলো পরিবারের একটি উদ্ভিদ। ঘৃতকুমারী গাছটা দেখতে অনেকটাই কাঁটাওয়ালা ফণীমনসা বা ক্যাকটাসের মতো। অ্যালোভেরা ক্যাক্টাসের মত দেখতে হলেও, ক্যাক্টাস নয়। লিলি প্রজাতির উদ্ভিদ। এর আদি নিবাস আফ্রিকার মরুভূমি অঞ্চল ও মাদাগাস্কার। অ্যালোভেরা আজ থেকে ৬০০০ বছর আগে মিশরে উৎপত্তি লাভ করে। ভেষজ চিকিৎসা শাস্ত্রে এলোভেরার ব্যবহার পাওয়া যায় সেই খ্রিষ্টপূর্ব যুগ থেকেই। ঘৃতকুমারীতে রয়েছে ২০ প্রকারের খনিজ। মানবদেহের জন্য যে ২২টা অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রয়োজন তা এতে বিদ্যমান। এছাড়াও ভিটামিন A, B1, B2, B6, B12, C এবং E রয়েছে।

চাপ ও রোগ প্রতিরোধ

ঘৃতকুমারী দারুণ অ্যাডাপ্টোজেন। শরীরের প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে বাড়িয়ে বাহ্যিক নানা চাপ ও রোগ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালনকারী উপাদানকে অ্যাডাপ্টোজেন বলা হয়ে থাকে। ঘৃতকুমারী দেহের অভ্যন্তরীণ পদ্ধতির সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় করে তোলে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। শারীরিক ও মানসিক চাপ মোকাবিলার পাশাপাশি পরিবেশগত দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেহকে সুরক্ষা দিতে পারে ঘৃতকুমারী।

হজমে সহায়ক

হজমের সমস্যা থেকেই শরীরে অনেক রোগ বাসা বাঁধে। তাই সুস্বাস্থ্যের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে খাবার-দাবার পরিপাক বা হজমের প্রক্রিয়াটি ঠিকঠাক রাখা। পরিপাক যন্ত্রকে পরিষ্কার করে হজম শক্তি বাড়াতে ঘৃতকুমারী অত্যন্ত কার্যকর। ঘৃতকুমারীর রস পান করার দারুণ ব্যাপার হলো এটা কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডায়ারিয়া দুই ক্ষেত্রেই কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। পরিপাক ও রেচন যন্ত্রকে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া মুক্ত রাখে বলে ঘৃতকুমারীর রস পান করলে পেটে ক্রিমি হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না, কিংবা ক্রিমি থাকলেও সেটা দূর হয়।

দূষণ মুক্তি

ঘৃতকুমারীর রস খুবই আঠালো। এমন উদ্ভিদের আঠালো রস পানের একটা দারুণ ব্যাপার হলো খাদ্যনালীর ভেতর দিয়ে দেহের ভেতরে প্রবেশের সময় থেকেই পুরো পরিপাকতন্ত্রকে পরিষ্কার করতে করতে যায়। এই রস দেহের অভ্যন্তরীণ নানা টক্সিন বা দূষিত উপাদান শুষে নিয়ে মলাশয় দিয়ে বের হয়ে যায়। ফলে দেহকে ভেতর থেকে দূষণ মুক্ত করতে ঘৃতকুমারীর তুলনা নেই।

অ্যালক্যালাইন সমৃদ্ধ

সুস্বাস্থ্যের জন্য খাবার-দাবারে অ্যালক্যালাইন সমৃদ্ধ খাদ্য ও অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাদ্যের ভারসাম্য বজায় রাখার কথা বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ৮০/২০ বা ৮০ ভাগ অ্যালক্যালাইন সমৃদ্ধ খাবার ও ২০ ভাগ অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন পুষ্টিবিদেরা। ঘৃতকুমারী এমন খাবার যা অ্যালক্যালাইন তৈরি করে। কিন্তু আজকাল নগরজীবনে আমাদের খাদ্যাভ্যাস এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে প্রায়শই অ্যাসিডের সমস্যায় ভুগতে হয়। ফলে অতিরিক্ত অ্যাসিডের ভোগান্তি থেকে বাঁচতে মাঝে মধ্যে ঘৃতকুমারী খান।

ত্বক ও চুলের মহৌষধ

আধুনিক প্রসাধনী সামগ্রীর অন্যতম কাঁচামাল এই অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারী। ত্বক ও চুলের জন্য এটা দারুণ উপকারী। এটা ত্বকের নানা ক্ষত সারিয়ে তুলতে কার্যকরী। রোদে পোড়া, ত্বকে ফুসকুড়ি পড়া ও পোকার কামড়ের মতো বাহ্যিক সমস্যাগুলো সারিয়ে তুলতে পারে সহায়ক এটা। এমন বাহ্যিক ক্ষতে ঘৃতকুমারীর রস মাখলেও ব্যথার উপশম হবে, কেননা বেদনানাশক হিসেবেও এটা অতুলনীয়। চুল পরিষ্কার করতে, চুলে পুষ্টি জোগাতে এবং চুল ঝলমলে উজ্জ্বল রাখতে ঘৃতকুমারীর রসের জুড়ি নেই।

অ্যামাইনো ও ফ্যাটি অ্যাসিড

মানব দেহের নানা প্রয়োজনীয় প্রোটিনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যামাইনো অ্যাসিড। এমন ২২টি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, এর মধ্যে ৮টিকে অত্যাবশ্যক। ঘৃতকুমারীতে শরীরের জন্য অত্যাবশ্যক এই ৮টি অ্যামাইনো অ্যাসিডই আছে। আর এতে মোট অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে ১৮ থেকে ২০ ধরনের। এ ছাড়া নানা ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিডেরও দারুণ উৎস এই ঘৃতকুমারী।

প্রদাহ ও ব্যথা কমায়

শরীরে নানা ধরনের প্রদাহ দূর করতে খুবই কার্যকর ঘৃতকুমারী। এতে বি-সিসটারোল সহ এমন ১২টি উপাদান আছে যা প্রদাহ তৈরি হওয়া ঠেকায় এবং প্রদাহ হয়ে গেলে তা কমিয়ে আনে। ঘৃতকুমারীর এই সব গুণ হাত-পায়ের জোড়ার জড়তা দূর করে এবং গিঁটের ব্যথা কমাতেও সহায়তা করে।

ওজন কমাতে সহায়ক

খাবার-দাবার হজমে সহায়তা এবং শরীরকে দূষণমুক্ত করার মধ্য দিয়ে ঘৃতকুমারী আপনার স্বাস্থ্যের যে প্রাথমিক উন্নতি ঘটায় তার অবধারিত ফল হলো ওজন ঠিকঠাক থাকা। এমনিতে ওজন কমানো নিয়ে অনেক সমস্যায় থাকলেও নিয়মিত ঘৃতকুমারীর রস পান করলে আপনার ওজনের সমস্যা অনেক কমে আসবে। এ ছাড়া শরীর দূষণমুক্ত রাখতে পারার কারণে আপনার কর্মশক্তি বেড়ে যাবে, এ কারণেও আপনার ওজন কমবে।

(জি নিউজ, উইকিপিডিয়া এবং দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে লিখেছেন রোভার মৃত্যুঞ্জয় দাশ প্রবাল)

■ লেখক: অগ্রদূত ডেস্ক

খেলাধুলা

গোলাপ-টগর

গোলাপ-টগর কোথাও ফুলটোক্কা, বউরাণী আবার কোথাও টুকাটুকি নামে পরিচিত। অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েরা সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে দুই দলে ভাগ হয়। দলের প্রধান দুইজনকে বলে রাজা। খেলার শুরুতে রাজা ফুল-ফলের নামে নিজ দলের সদস্যদের নাম ঠিক করে দেয়। তারপর সে বিপক্ষ দলের যেকোন একজনের চোখ হাত দিয়ে বন্ধ করে, 'আয়রে আমার গোলাপ ফুল, বা আয়রে আমার টগর ফুল' ইত্যাদি নামে ডাক দেয়। সে তখন চুপিসারে এসে চোখবন্ধ যার তার কপালে মৃদু টোকা দিয়ে নিজ অবস্থানে ফিরে যায়। এরপর চোখ খুলে দিলে ওই খেলোয়াড় যে টোকা দিয়ে গেল তাকে সনাক্ত করার চেষ্টা করে।

সফল হলে সে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এবার বিপক্ষের রাজা একই নিয়েম অনুসরণ করে। এভাবে লাফ দিয়ে মধ্যবর্তী সীমা অতিক্রম করে প্রতিপক্ষের জমি দখল না করা পর্যন্ত খেলা চলতে থাকে।

রুমাল চুরি

সব বন্ধুরা মিলে গোল হয়ে বসে খেলতে হয় এই খেলাটি। প্রথমে একজন 'চোর' হয়, অন্যেরা কেন্দ্রের দিকে মুখ করে গোল হয়ে বসে। চোর হাতে রুমাল নিয়ে চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে সুবিধামতো একজনের পেছনে অলক্ষ্যে সেটা রেখে দেয়। সে টের না পেলে চোর ঠিক পিছনে এক পাক ঘুরে এসে তার পিঠে কিল-চাপড় দেয়। আগে টের পেয়ে গেলে কিম্বা পরে মার খেয়ে রুমাল নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এবার সে হয় চোর আর তার শুন্য জায়গায় বসে পড়ে আগের খেলোয়াড়। কিশোরগঞ্জে এটি 'মুড়াখেলা' নামে পরিচিত।

আরও আছে,

যে-সব খেলার কথা এখানে তোমরা জানলে, তার বাইরেও আছে অনেক জনপ্রিয় খেলা। এখানে আরো কিছু খেলার নাম তোমদের বলা যায় যা খুবই পরিচিত, শহরে যতটা নয়, গ্রামে ব্যাপকভাবে খেলা হয়। এমন খেলার মধ্যে রয়েছে নৌকা বাইচ, রশি টানাটানি খেলা, কুসি- বা মলযুদ্ধ, ছ্যালছ্যালি খেলা, ঢেঁকি খেলা, নারিকেল খেলা, পালকি খেলা, বলী খেলা, লাঠি খেলা ইত্যাদি।

বলা যায় গুটি দিয়ে খেলার আরও কয়টি খেলার নাম। যেমন টুনি ভাইয়ের টুনি খেলা, মন কাড়াকাড়ি খেলা ইত্যাদি। কানামাছি ছাড়াও দেখা যায় চোখ বাঁধা খেলার আরো কিছু নাম, যেমন কাঠি ছোয়াছুয়ি খেলা, ফেচ্ছুয়া খেলা, পাতা চেনা খেলা। ছড়ার খেলার মধ্যে রয়েছে আগডুম বাগডুম খেলা, ইকড়ি মিকড়ি খেলা, চাডি খেলা, চোখের পাতায় ফুঁ দেয়া খেলা, চিমটি কাটা খেলা, ঢেঁকি ভানা খেলা, তেলের গাছ ঘুরানো খেলা, দ্রুত উচ্চারণ কসরতের খেলা, নাকটানা খেলা, ফাদপাতা খেলা, হাঁটি হাঁটি পা পা খেলা।

আবার কিছু খেলা রয়েছে যেগুলো অনেকটা অভিনয়ধর্মী। খেলাগুলো হচ্ছে কইল্যা খেলা, কৈতর বাচ্চা খেলা, চামড়ি খেলা, ছাগল ধরা খেলা, টিয়ারে টিয়া খেলা, দুধা বা বাঘ বাঘ খেলা, পানিতে ধান নেড়ে দেয়া খেলা, বুড়াবুড়ি খেলা, রাজার কোটালি খেলা, সুদি সুদি খেলা।

প্রশ্নোত্তরমূলক খেলাও রয়েছে। যেমন ঘুঘু-সই খেলা, ঘুদি লো ঘুদি খেলা, নাউট্যা চড়-ই খেলা, ব্যাঙের মাথা খেলা, হাড়াইয়া বা লুম্বই খেলা। আর বর্ষবরণের খেলার মধ্যে রয়েছে ঢোপ বাড়ি খেলা। এসব খেলা প্রসঙ্গে যে-কথাটা বলতেই হবে তা হচ্ছে, দেশের সব জায়গায় যে এগুলো পরিচিত নয়, তা সত্বেও এগুলো আমাদের খেলা, আমাদের বাংলাদেশের খেলা।

কম্পিউটারকে ভাইরাস মুক্ত রাখার উপায়

কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য আতঙ্কের নাম ভাইরাস এবং ওয়ার্ম। নানা উৎস থেকে কম্পিউটারে ছড়িয়ে পড়ে এই ভাইরাস। ভাইরাসের সংক্রমণ হতে পারে পেনড্রাইভ, ডিস্ক, মেমোরি কার্ডসহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মাধ্যমে। আর ইন্টারনেট থেকেও কম্পিউটারে ছড়িয়ে পড়তে পারে ভাইরাস।

ভাইরাস থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, মানসম্মত হালনাগাদ অ্যান্টি ভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করা। অ্যান্টি ভাইরাস থাকার পরও কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। এর একটা হচ্ছে অটোরান সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া। সাধারণত বাইরের যন্ত্রাংশ (এক্সটারনাল ডিভাইস) থেকে কম্পিউটারে ভাইরাস ঢোকার হার বেশি। এসব যন্ত্রাংশে ভাইরাস বা ওয়ার্ম থাকলে যন্ত্রাংশটি কম্পিউটার চলা শুরু হলেই ভাইরাস কার্যকর হয়ে ওঠে। এসব যন্ত্র সরাসরি নাচালানো ভালো। তাই অটোরান বন্ধ রাখতে হবে।

অটোরান বন্ধ করতে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে Start\Run- এ গিয়ে gpedit.msc লিখে OK করুন। এবার নতুন উইন্ডো আসবে। এখান থেকে computer configuration নির্বাচন করুন। এরপর Administrative Templates\System-এ যান। এবার Turn off Autoplay-এ দুই ক্লিক করুন। এরপর 'Turn off Autopla' সক্রিয় করতে হবে এবং 'Turn off autoplay on' বক্স থেকে 'All drives' নির্বাচন করতে হবে। এবার OK করলেই কম্পিউটারের সব ধরনের যন্ত্রের অটোরান বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে কোনোপেন ড্রাইভ বা অন্য যন্ত্র কম্পিউটারে লাগালেই সেটির ফাইলগুলো খুলবে না এবং ভাইরাসগুলো আক্রমণ করতে পারবে না। তবে অটোরান বন্ধ করলে পেনড্রাইভ কম্পিউটারের সাথে সংযোগ দেয়ার ফলে সেটি সয়ংক্রিয়ভাবে চালু হতো তা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ পেনড্রাইভ, মেমোরিকার্ড বা অন্যকোন এক্সটর্নাল মেমোরি ডিভাইস এর অটোরান বন্ধ হয়ে যাবে।

অনেক সময় এক্সটারনাল ড্রাইভগুলো থেকে কম্পিউটারে তথ্য স্থানান্তরের সময়েও ভাইরাস ঢুকে পড়তে পারে। তাই ড্রাইভগুলো ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। ভাইরাস ছড়ায় এমন ফাইলের বড় একটি অংশে.বীব এক্সটেনশন থাকে। তাই পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য উৎস না হলে .বীব এক্সটেনশনের ফাইল কম্পিউটারেনা নেওয়াই ভালো। সর্বপরি রেজিস্টার্ড এন্টি ভাইরাস ব্যবহার করাই ভাল।

■ সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

ছড়া-কবিতা

জাম্বুরীর মিডিয়া টিম

-মীর মোহাম্মদ ফারুক

পিঠা খেয়ে সভা শুরু,
সভাপতি ছিলেন গুরু।
আলোচনা, ছবি তোলা, হাসি-ঠাট্টা-মস্করা,
কাটেনা যে রেশ।
আড়াই ঘন্টা পরে এবার সভা হলো শেষ,
আহা বেশ বেশ বেশ।
জাম্বুরীর প্রচারনা হবে এবার বেশ।
সারাদেশের বাছাই করা ২১ কর্মী নিয়ে,
সভা হলো ষোল তলায়,
কাজ হবে যে গজারী তলায়।
সারাদেশের এগারো হাজার,
বিদেশ থেকে আরো হাজার
আসবে এবার মৌচাকেতে।
মিডিয়া টিমের শিষ্যদেরে
শাহরিয়ার ভাই বলেন ডেকে,
তাঁবু কলার সাথে সাথে
পিতামাতা ইন্টারনেটে,
দেখবে এবার বেশ।
সানসো আর দশম জাম্বুরী
জমবে এবার বেশ।
স্কাউটদের স্বজন যারা,
পড়তে পাবে পত্রিকাতে,
সব কিছুই দেখতে পাবে,
টেলিভিশনে বেশ।
বাড়ি যাওয়ার কালে সবাই
ডিভিডি পাবে শেষ।

ছড়াকারের পরিচিতি:-
সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমনকারী, লেখক, সাংবাদিক ও স্কাউটার।

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০১.১১.২০১৯ ॥ শুক্রবার
– সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর।

০২.১১.২০১৯ ॥ শনিবার
– দেশের ১১তম শিক্ষা বোর্ড হিসেবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ'।

০৪.১১.২০১৯ ॥ সোমবার
– বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর চারদিনব্যাপী যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়া শুরু।

০৭.১১.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– একাদশ জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশন শুরু।

০৯.১১.২০১৯ ॥ শনিবার
– বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল'।

১১.১১.২০১৯ ॥ সোমবার
– লন্ডন ষ্টক এক্সচেঞ্জে 'বাংলা বন্ড' নামের টাকা বন্ড চালু।

১২.১১.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার মন্দবাগ রেলষ্টেশনে দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে বহু হতাহত।

১৩.১১.২০১৯ ॥ বুধবার
– 'গ্রহজনিত জরুরি অবস্থা ঘোষণা'র প্রস্তাব জাতীয় সংসদে পাস।
– ৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ২৩টি বিশেষায়িত বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের উদ্বোধন।

১৪.১১.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– একাদশ জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশন সমাপ্ত।

১৬.১১.২০১৯ ॥ শনিবার
– চারদিনের সরকারি সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাত যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৭.১১.২০১৯ ॥ রবিবার
– সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবসরের বয়সসীমা নিয়ে হাইকোর্টের রায় বাতিল ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের দেয়া পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ।

১৮.১১.২০১৯ ॥ সোমবার
– সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার করার কার্যক্রম উদ্বোধন।

১৯.১১.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– 'অ্যান্টি টেররিজম' ইউনিট বিধিমালা, ২০১৯' বিধিমালা জারি।

২২.১১.২০১৯ ॥ শুক্রবার
– ভারতের কলকাতার ইডেন গার্ডেনে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রথম দিবারাত্রির টেষ্ট ম্যাচ শুরু।

২৭.১১.২০১৯ ॥ বুধবার
– গুলশানের হলি আর্টিসান রেস্তোরাঁয় জঙ্গি হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলার রায় প্রদান করেন ঢাকার সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল।

বিদেশের খবর...

০১.১১.২০১৯ ॥ শুক্রবার
– সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে যৌথ টহল শুরু করে তুরস্ক ও রাশিয়া।

০২.১১.২০১৯ ॥ শনিবার
– ভারতের নতুন মানচিত্র এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে দ্বিখণ্ডিত হওয়া জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের পৃথক মানচিত্র প্রকাশ করে সার্ভে জেনারেল অব ইন্ডিয়া।

০৪.১১.২০১৯ ॥ সোমবার
– প্যারিস জলবায়ু চুক্তি প্রত্যাহারের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের মহাসচিব বরাবর আবেদন করে যুক্তরাষ্ট্র।

০৭.১১.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– কিউবার উপর প্রায় ৬০ বছর আগে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার নিন্দা জানায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। ২৮তম বারের মতো ঐ নিষেধাজ্ঞার নিন্দা জানানো হয়।

০৯.১১.২০১৯ ॥ শনিবার
– বাবরি মসজিদ রামমন্দির বিতর্ক মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেন ভারতের সর্বোচ্চ আদালত।
– স্পেনে সাধারণ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত।

১১.১১.২০১৯ ॥ সোমবার
– রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা চালানোর অভিযোগ এনে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে গাম্বিয়া।

১৩.১১.২০১৯ ॥ বুধবার
– ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিশংসন তদন্তের ওপর প্রকাশ্য শুনানি শুরু।

১৪.১১.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর নৃশংসতায় মানবতাবিরোধী অপরাধ হয়েছে কি-না, সে বিষয়ে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের অনুমোদন দেন আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত।

১৬.১১.২০১৯ ॥ শনিবার
– শ্রীলংকায় অষ্টম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

১৭.১১.২০১৯ ॥ রবিবার
– বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাথমিক গণপ্রস্তাব নিয়ে আসে সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানি আরামকো।

১৮.১১.২০১৯ ॥ সোমবার
– সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার করার কার্যক্রম উদ্বোধন।

১৯.১১.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষে সিনেটে 'হংকং হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি অ্যাক্ট' বিল কণ্ঠভোটে পাস।

■ সংকলন: অগ্রদূত ডেস্ক

শিক্ষা অধিদফতর ও বাংলাদেশ স্কাউটসে যোগদানকৃত নতুন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

৩০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালনায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর শামস হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ স্কাউটসে যোগদানকৃত নতুন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে মোট ৩৬জন অংশগ্রহণ করেন।

ওরিয়েন্টেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগের জাতীয় কমিশনার মোঃ মহসিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (পলিসি এন্ড অপারেশন) খান মোঃ নুরুল আমিন। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সংগঠন বিভাগের জাতীয় কমিশনার এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণাণয়ের অতিরিক্ত সচিব আখতারুজ জামান খান কবির।

স্কাউটিং বিষয়ক দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশনে স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস ও পটভূমি, মৌলিক বিষয়সমূহ, প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো, স্কাউট প্রোগ্রাম, প্যাক, ট্রুপ ও ক্রু মিটিং ইত্যাদি বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়।

ছয় বা আটজন বালকের এক একটি স্থায়ী উপদল গঠন করে যদি তাদের নিজের একজন দায়িত্বশীল নেতার অধীনে পৃথক দল হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাহলে তা হবে উত্তম দলের চাবিকাঠি। কাজে বা খেলায়, শৃঙ্খলা বা কর্তব্যে সবসময় উপদল হল স্কাউটিংয়ের এক একটি দল।

—স্কাউটিং ফর বয়েজ

পত্নীতলায় স্কাউট ভবনের উদ্বোধন

নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলায় স্কাউট ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (২৭ মে) ২০১৯ তারিখে দুপুরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি শহীদুজ্জামান সরকার এম.পি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এসময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ'লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল গাফফার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সানজিদা সুলতান,ভাইস চেয়ারম্যান খাদিজাতুল কোবরা মুক্তা ও আব্দুল আহাদ, নজিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এসএম মোফাজ্জল হোসেন, থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) পরিমল কুমার চক্রবর্তী, উপজেলা আ'লীগের অন্যতম সদস্য আবুল কালাম আজাদ অরুণ সহ উপজেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

■ সংবাদ প্রেরকঃ রিফাত হোসেন
নওগাঁ

স্কাউটেরা শিবিরে থাকুক বা না থাকুক সবসময় স্বভাবতই পরিচ্ছন্ন থাকে। যদি কেউ বাড়িতে পরিচ্ছন্ন না থাকে তাহলে সে শিবিরেও পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে না। যদি কেউ শিবিরে পরিচ্ছন্ন না থাকে সে কচিকদমই থাকবে, কখনও স্কাউট হতে পারবে না।

—স্কাউটিং ফর বয়েজ

বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের পরিচালনায় ২৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমন্বয় সভায় জেলা সম্পাদক ৫ জনসহ উপজেলা সম্পাদক, উপজেলা কাব লিডার, উপজেলা স্কাউট লিডার, সহকারী কমিশনার মোট ৩৯ জন উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের সহ সভাপতি স্কাউটার ইয়ার মোহাম্মদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক কমিশনার ও উপ পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. শরমিন ফেরদৌস চৌধুরী, বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলা কমিশনার স্কাউটার মো: এনামূল হক, উডব্যাজার, কোষাধ্যক্ষ জনাব মো: লুৎফর রহমান উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের উপ পরিচালক স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম- এএলটি। সভায় সহকারী কমিশনারগণকে গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগসহ ২১ বিভাগের দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া এবং জেলাভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ করা হয়।

৩৮২তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স উদ্বোধন হল

২৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের পরিচালনায় ৩৮২তম স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স সরকারী শারীরিক শিক্ষা কলেজ, রাজশাহী ক্যাম্পাসে উদ্বোধন হলো। কোর্স উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি পল্লীউন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ও বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের সম্পাদক স্কাউটার মো: আমিনুল ইসলাম। কোর্সে কোর্স লিডার হিসেবে স্কাউটার মো: শাহাদুল ইসলাম সাজু-এএলটি এবং প্রশিক্ষক হিসেবে স্কাউটার আব্দুল হান্নান-এএলটি, স্কাউটার খন্দকার শামশুদ্দিন আহমেদ-এএলটি, স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম-এএলটি, স্কাউটার মো: নুরুজ্জামান মন্ডল, স্কাউটার মো: বজলার রহমান রুবল-উডব্যাজার, স্কাউটার স্বর্নকার জহুরুল ইসলাম-উডব্যাজার, স্কাউটার মো: এনামুল হক, স্কাউটার মো: আনোয়ার হোসেন-উডব্যাজার, স্কাউটার মো: জাফর আহমেদ-উডব্যাজার দায়িত্ব পালন করছেন।

কোর্স লিডার স্কাউটার মো: শাহাদুল ইসলাম শাজু এর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপসচিব জনাব মো: এনামূল হক এবং সরকারী শারীরিক শিক্ষা কলেজ এর অধ্যক্ষ জনাব মো: খাদেমুল হক।

■ সংবাদ প্রেরক: মো: হামজার রহমান শামীম
উপ পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বার্ষিক গ্রুপ স্কাউট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস আলোকিত আইডিয়াল ওপেন স্কাউট গ্রুপের ৩য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপি (১৪-১৬ নভেম্বর ২০১৯) তারিখ পর্যন্ত ৩য় বার্ষিক গ্রুপ স্কাউট ক্যাম্প-২০১৯ শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজ, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পের সমাপনী অনুষ্ঠান গত ১৫ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ৩.০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অত্র গ্রুপের সম্মানিত গ্রুপ সভাপতি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভারের সুযোগ্য সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ শরিফ জসীম, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন- অত্র গ্রুপের গ্রুপ সম্পাদক ও জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার জনাব মোঃ লিমন মিয়া। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সমাপনী অনুষ্ঠানটিকে আলোকিত করেছে, যারা নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুক্তদল গুলো পরিচালিত হচ্ছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কৃতি সন্তান, বাংলাদেশ স্কাউটস এর সম্মানিত জাতীয় কমিশনার জনাব নাজমুল হক নাজু মহোদয়। আরো উপস্থিত ছিলেন, যার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটিকে আর্ন্তজাতিক রূপ ধারণ করেছেন, ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস এর ত্রিপুরা স্টেটের রাজ্য সচিব, তথা, সদস্য, জাতীয় কাউন্সিল, ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস এবং অধ্যক্ষ, শারীর শিক্ষা বিভাগ, ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ড. দুলাল দেবনাথ মহোদয়। উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভারের প্রাণ পুরুষ, সদ্য বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ইলিশ প্রাপ্ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভারের সম্মানিত সহ-সভাপতি প্রফেসর মোঃ মোখলেছুর রহমান (এলটি) মহোদয়। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভারের সম্মানিত কমিশনার প্রফেসর অমৃত লাল সাহা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজে সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন মহোদয়। এছাড়া আরোও উপস্থিত ছিলেন অত্র গ্রুপের সহ-সভাপতি জনাব লিপন মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ সাদ্দাম হোসেন, গ্রুপ লিডার জনাব ফুলনাহার বেগম, সদস্য, জনাব সুপ্রিয়া ভৌমিক। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব নাজমুল হাসান ভূইয়া, প্রতিষ্ঠাতা- শহীদ সিদ্দিক মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ, জনাব নজরুল ইসলাম চৌধরী-সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস কসবা উপজেলা, জনাব এ,জেড, এম আরেফিন সিদ্দিক, রোভার স্কাউট লিডার- শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, জনাব ছাদেকুল ইসলাম রতন, রোভার লিডার টনকি মাদ্রাসা, জনাব জীবন মিয়া, রোভার স্কাউট লিডার-আইবি ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপ, জনাব ফাইয়িক চৌধুরী, রোভার স্কাউট লিডার- শরীফ কামাল মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ, জনাব সম্রাট, রেলওয়ে স্কাউট লিডার।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন- জনাব অলি আহাদ রতন, গ্রুপ সম্পাদক- শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ ও সহকারী কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার।

■ বার্তা প্রেরক: মোঃ লিমন মিয়া
জেলা প্রতিনিধি
মাসিক অগ্রদূত

ঘুর্ণিঝড় বুলবুল মোকাবেলায় রোভার স্কাউট কার্যক্রম

বৃস্পতিবার (৭ নভেম্বর) রাত থেকে অবিরাম বর্ষনের পর রোববার (১০ নভেম্বর) সকাল ৯ টা থেকে ঘূনিঝড় বুলবুল বাংলাদেশে আঘাত হানতে শুরু করে। বুলবুল বেলা ১টা পর্যন্ত ব্যপক তান্ডব চালায়। এতে বিভিন্ন উপজেলার কাঁচা ঘড়-বাড়ী ও রাস্তার উপর গাছ উপরে পরে। ফলে অনেক মহাসড়কের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

রাত থেকে বিদ্যুৎ না থাকায় সর্বত্র অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। মোবাইলের নেটওয়ার্ক দুর্বল থাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জলোচ্ছাসের ফলে অনেক জায়গা বন্যার কবলে পড়ে।

আমাদের স্কাউটরা ক্যাম্পে, ডেনে, কুচকাওয়াজে, ক্যাম্পফায়ারে, তাবুকলায়, র‍্যাম্বলিংএ, হাইকিংএ, ফার্স্ট এইডে, পায়োনিয়ারিংএ, দূর্যোগে, উদ্ধার কাজে, ভূমিধসে, সড়কে, হাজী ক্যাম্পে, লঞ্চঘাটে, রেলস্টেশনে, ধান কাটায়, আগুনে, বন্যায়, দরীদ্র মানুষদের জীবন মান উন্নয়নে, টিকেট টু লাইফে আরো কত শত কাজে সেবার জন্য সদা প্রস্ডুত থাকে।তারই ধারাবাহিকতায় ঘুর্নিঝড় বুলবুল মোকাবেলায় বাংলাদেশ স্কাউটস, বরগুনা জেলা রোভার ও জেলা স্কাউটস এর প্রায় ৭০০ রোভার ও স্কাউটস সদস্য বরগুনা জেলার ৬টি উপজেলার ৪২ টি ইউনিয়নে ৫১২টি আস্রয় কেন্দ্রে ত্রাণ সংরক্ষহ ও বিতরন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সংরক্ষণ, পানি বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি, দূর্যোগকালীন সময় করনীয় এবং আস্রয়কেন্দ্রে আস্রয়ের জন্য সচেতনতা সৃষ্টিসহ নানা ধরনের কার্যক্রমে ভুমিকা পালন করেছে। এছাড়াও দূর্যোগ পরবর্তীকালীণ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নগদ ১০ লাখ টাকা, ৪শ বান্ডিল ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণ বাবদ ৩ হাজার টাকা করে ১২ লাখ টাকা, শিশু খাবার বাবদ ১লাখ টাকা, গো খাদ্য বাবদ ১ লাখ টাকা, ২ হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার ও ১ হাজার ১শ ৫০টি কম্বল বিতরণে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনকে সহায়তা করে।

■ সংবাদ প্রেরক: সাগর সিকদার
সিনিয়র রোভারমেট,বরগুনা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ।
বাংলাদেশ স্কাউটস,বরগুনা জেলা রোভার।

দিনাজপুরে দুর্যোগকালীন প্রশিক্ষণ ও মহড়া বিষয়ক দক্ষতা অর্জন কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর জেলা রোভারের আয়োজনে ও ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স দিনাজপুরের পরিচালনায় ০২ নভেম্বর ২০১৯ আদর্শ মহাবিদ্যালয় দিনাজপুরে দুর্যোগ কালিন প্রশিক্ষন ও মহড়া বিষয়ক দক্ষতা অর্জন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। সকালে আদর্শ মহাবিদ্যালয় দিনাজপুরের অধ্যক্ষ ড. রেদুয়ানুজ্জামান টিটু ও দিনাজপুর ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স এর স্টেসন মাস্টার এর প্রধান অতিথিতে প্রশিক্ষন শুরু হয়। আরও বক্তব্য রাখেন জেলা রোভার কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইফুদ্দিন আখতার, জেলা রোভার সম্পাদক মোঃ জহুরুল হক, সহকারী কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আনোয়ারুল কাদির জুয়েল, কোষাধ্যক্ষ মোঃ মোজাহার আলী, যুগ্ম সম্পাদক মোঃ জাহিদুর রহমান, জেলা রোভার লিডার রফিকুল ইসলাম, জেলা নির্বাহী কমিটির সদস্য নাজির উদ্দীন প্রমুখ। আরও উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলা রোভারের বিভিন্ন ইউনিটের ইউনিট লিডারগন। কোর্সে ৪০ টি ইউনিটের মোট ৮৫ জন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করেছে। এ কোর্সের মাধ্যমে তারা দুর্যোগ কালীনের প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন প্রশিক্ষন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে।

■ সংবাদ প্রেরক: শামিম আহমেদ
রংপুর বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি
বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল

দিনাজপুরে দক্ষতা অর্জন কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর জেলা রোভারের আয়োজনে ও জেলা পুলিশ দিনাজপুরের পরিচালনায় ০৩ নভেম্বর ২০১৯ আদর্শ মহাবিদ্যালয় দিনাজপুরে ক্রাইম প্রিভেনশন বিষয়ক দক্ষতা অর্জন কোর্স

অনুষ্ঠিত হয়। সকালে আদর্শ মহাবিদ্যালয় দিনাজপুরের অধ্যক্ষ ড. রেদুয়ানুজ্জামান টিটু এর সভাপতিত্বে পুলিশ সুপার-এর পক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মোঃ মাহফুজুজ্জান আশরাফ। আরও বক্তব্য রাখেন জেলা রোভার কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইফুদ্দিন আখতার, জেলা রোভার সম্পাদক মোঃ জহুরুল হক, সহকারী কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আনোয়ারুল কাদির জুয়েল, কোষাধ্যক্ষ মোঃ মোজাহার আলী, যুগ্ম সম্পাদক মোঃ জাহিদুর রহমান, জেলা রোভার লিডার

ররফিকুল ইসলাম, জেলা নির্বাহী কমিটির সদস্য নাজির উদ্দীন প্রমুখ। আরও উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলা রোভারের বিভিন্ন ইউনিটের ইউনিট লিডারগন। কোর্সে ৪৮ টি ইউনিটের মোট ১২০ জন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করেছে। এ কোর্সের মাধ্যমে তারা অপরাধ, অপরাধের প্রকার, সংঘটনের কারণ ও প্রতিকার, অপরাধ দমনে জনগণকে সচেতন করা ও পুলিশকে সহযোগিতা করা, পুলিশ বাহিনীর ব্যাংক বাংলাদেশ পুলিশের প্রশাসনিক, সাংগঠনিক কাঠামো প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে।

■ সংবাদ প্রেরক: শামিম আহমেদ
রংপুর বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি
বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল

দিনাজপুরে জেলা সিনিয়র রোভারমেট ওয়ার্কশপ ও জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত

শুক্রবার ১ নভেম্বর বাংলাদেশ স্কাউটস দিনাজপুর জেলা রোভারের আয়োজনে ও ব্যবস্থাপনায় দিনব্যাপী আদর্শ মহাবিদ্যালয় দিনাজপুর এ ৬ষ্ঠ দিনাজপুর জেলা সিনিয়র রোভার মেট ওয়ার্কশপ ও জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি নির্বাচন-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলা রোভারের কমিশনার সাইফুদ্দীন আকতার, সম্পাদক মোঃ জহুরুল হক, যুগ্ম সম্পাদক মোঃ জাহিদুর রহমান, জেলা রোভার স্কাউট লিডার মোঃ রফিকুল ইসলাম ও সদ্য সাবেক জেলা এস আর এম প্রতিনিধি দ্বীনি আর্জুম ও রংপুর বিভাগীয় এস আর এম প্রতিনিধি শামিম আহমেদ সহ দিনাজপুর জেলা রোভারের বিভিন্ন ইউনিটের রোভার স্কাউট লিডারগন। জেলা রোভারের কমিশনার সাইফুদ্দীন আখতার তার বক্তব্যে বলেন, প্রত্যেকটি কলেজ ও মাদ্রাসায় রোভার স্কাউটিং কার্যক্রম চালু ও অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে রোভার স্কাউটিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার ও শতভাগ স্কাউট জেলা কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ওয়ার্কশপে জেলার বিভিন্ন কলেজ/মাদ্রাসার রোভার স্কাউট গ্রুপের ৪৪ জন সিনিয়র রোভার মেট অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপ শেষে সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের সিনিয়র রোভার মেট সাহাদত মজুমদার ও দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজের সিনিয়র রোভার মেট মোছাঃ রাফিয়া ইয়াসমিন নির্বাচিত হয়।

■ সংবাদ প্রেরক: শামিম আহমেদ
রংপুর বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি
বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল

রংপুরে আর.আই. আই.টি রোভার স্কাউট গ্রুপের চারদিনব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক তাঁবু বাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান

শৃঙ্খলা, দক্ষতা ও উন্নয়নে রোভারিংচ প্রতিপাদ্য নিয়ে রংপুর আইডিয়াল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি রোভার স্কাউট গ্রুপের ব্যবস্থাপনায় ৪ থেকে ৭ নভেম্বর সম্পন্ন হয়েছে চারদিন ব্যাপি তৃতীয় বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান।

গত ৪ নভেম্বর (সোমবার)ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে বেলা ১১ টায় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন ঘোষণা করেন রংপুর আইডিয়াল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এর ব্যবস্থাপনা পরিষদের চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ মোস্তফা কামাল। উপস্থিত ছিলেন অত্র ইউনিটের রোভার লিডার মোঃ খালেদুল ইসলাম, সহকারী রোভার লিডার মোঃ রিফাত ইসলাম। রংপুর বিভাগীয় সাবেক সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি মোঃ আশিকুর রহমান সহ অংশগ্রহণকারী রোভার বৃন্দ ।

তাঁবুবাসে মাছরাঙ্গা, শালিক, দোয়েল, ঈগল নামে চারটি উপদলে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করে মোট ২৮ জন। এবছর আরআইআইটি রোভার গ্রুপের মাধ্যমে সহচর পর্যায় শেষ করে স্কাউট আন্দোলন যুক্ত হয় ১৯ জন সহচর তারা চারদিন ব্যাপী তাঁবু বাসে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে উলেখযোগ্য ভোরের পাখি, আমার বাড়ি, পাইওনিয়ারিং, প্রাথমিক প্রতিবিধান, হাইকিং, সমাজ সেবা, আগুন জালানো ও রান্না, জ্ঞান যাচাই, গেমস, তাঁবু জলসা।

সমাজ সেবার অংশ হিসেবে নগরীর নিলকণ্ঠ নিউ মডেল স্কুলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে সঠিক ভাবে হাত ধোঁয়া শেখান। শালবন মিস্ত্রিপাড়া মোড় হতে জলকর রোডের স্পিড ব্রেকার গুলোতে অংকন করা, পথচারীদের ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা সহ বাড়ির আশ পাশ পরিছন্ন রাখতে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের

২৫ নং ওয়ার্ড এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতামূলক লিফলেট প্রদান করেন ও পরিছন্ন রাখতে আহবান করেন।

৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্কাউট ওন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠান প্রধান ও গ্রুপ সভাপতি মোঃ শাকিনুর আলম। গভীর রাতে নবাগত সহচরদের আত্মশুদ্ধি শেষে ৬ নভেম্বর সকাল ৯ টায় দীক্ষা প্রদান করেন রোভার লিডার মোঃ খালেদুল ইসলাম।

ঋতু রঙ্গমঞ্চে যখন হেমন্তের আবির্ভাব সাথে শীতের আগমনি সুর এমনি প্রানবন্ত পরিবেশে ৬ নভেম্বর রাত ৮ টায় অনুষ্ঠিত হয়েছে মহা তাঁবু জলসা।

অত্র ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠান প্রধান ও গ্রুপ সভাপতি মোঃ শাকিনুর আলম এর সভাপতিত্বে তাঁবু জলসায় অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরআইআইটি এর ব্যবস্থাপনা পরিষদের চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ মোস্তফা কামাল, প্রধান স্কাউট ব্যাক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহকারী লিডার ট্রেইনার ও রংপুর জেলার জেলা রোভার লিডার হাবিবুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন আরআইআইটি এর সকল বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ, শিক্ষক কর্মচারী, রংপুর জেলার বিভিন্ন ইউনিটের সিনিয়র রোভার মেট ও রোভারবৃন্দ।

এসময় প্রাক্তন রোভার মোঃ সিহাব হোসেন কে বিদায় স্মারক ও সাবেক রংপুর বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি মোঃ আশিকুর রহমান কে সম্মাননা স্মারক প্রদান ও অংশগ্রহণকারীদের ক্যাম্পের সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

অতিথীরা তাদের বক্তব্যে নবাগতদের স্কাউট আন্দোলনে স্বাগত জানান। স্কাউটার হাবিবুর রহমান তার বিভিন্ন সময়ের স্মৃতি আলোকপাত করেন ও নবাগতদের স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞা তাদের বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে উদ্বুদ্ধ করেন।

রোভারদের নান্দনিক পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে রাত ১০ টায় তাঁবু জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি মোঃ শাকিনুর আলম। তিনি তার সমাপনী বক্তব্যে, সকল রোভারকে সৎ যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার তাগিদ প্রদান করেন।

নবাগত রোভাররা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, তাঁবুতে থাকা ছিল আমাদের প্রথম, চ্যালেঞ্জ গুলো আমাদের আগ্রহ বাড়িয়েছে। তারা আরও বলেন, এই ভিজিল আমাদের জীবনে আরও আগে প্রয়োজন ছিল।

৭ নভেম্বর বিকাল ৩ টায় সামিং আপ ও পতাকা নামানোর মধ্যে দিয়ে তাঁবুবাসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন রোভার লিডার মোঃ খালেদুল ইসলাম।

■ সংবাদ প্রেরক: মোঃ আবু হাসনাত
অগ্রদূত প্রতিনিধি
রংপুর জেলা রোভার

গাইবান্ধাই রংপুর বিভাগীয় রোভার মেট কোর্স সফল ভাবে সমাপ্ত

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের আয়োজনে ও গাইবান্ধা জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় ৫ দিন ব্যাপী রংপুর বিভাগীয় রোভার মেট কোর্স এর ১৭ তারিখ গাইবান্ধা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, গাইবান্ধার জেলা প্রশাসক আবদুল মতিন এই কোর্স এর শুভ উদ্বোধন করেন।

রংপুর বিভাগের ৬ টি জেলার ৫০ জন রোভার এবং ১০ জন প্রশিক্ষকের অংশগ্রহণে এই মেট কোর্সটি অনুষ্ঠিত হয়। পুরো কোর্সে রংপুর বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি রোভার শামিম আহমেদ সার্বিক সহযোগীতা করে।

২০ তারিখ মহা তাবুঁ জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এবং ২১ তারিখ সকালে সনদ বিতরণের মধ্যে দিয়ে এই কোর্সের কোর্স লিডার জনাব আরিফুর রেজা সফল সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

■ সংবাদ প্রেরক: শামিম আহমেদ
রংপুর বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি
বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল

রংপুরে ৩৩০তম রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চলের পরিচালনায় রংপুর জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় গত ১৩ থেকে ১৭ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মাহিগঞ্জ কলেজ, রংপুরে অনুষ্ঠিত হয় ৩৩০ তম রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স।

স্কাউটিং এর বয়োজ্যেষ্ঠ শাখা রোভারিং আন্দোলন কে বেগবান করতে এই বেসিক কোর্স। ১৩ নভেম্বর সকাল ১১ টায় পতাকা উত্তোলন এর মধ্যে দিয়ে কোর্স শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর লিডার ট্রেইনার ও কোর্সের কোর্স লিডার সিকদার রুহুল আমিন। এসময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাহিগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আক্তারুজ্জামান।

কোর্স স্টাফ হিসেবে ছিলেন প্রফেসর ড. আরেফিনা বেগম (এলটি), প্রফেসর মুহাম্মদ মোফাখখারুল ইসলাম (এ.এল. টি), মহাদেব কুমার গুন (সিএলটি সম্পন্ন), খন্দকার মোঃ সাবরার হোসেন (সিএলটি সম্পন্ন), মোঃ করিমুল ইসলাম (সিএলটি সম্পন্ন), মোঃ জাহিদুর রহমান (উডব্যাজার), আবুল খায়ের মোঃ আব্দুল মজিদ (উডব্যাজার), মোঃ তামজিদুর রহমান (উডব্যাজার), কোয়ার্টার মাস্টার হিসেবে ছিলেন রংপুর জেলা রোভারের সম্পাদক মোঃ তহিদুল ইসলাম (উডব্যাজার)।

ছায়া নিবিড় শীতল মনোরম পরিবেশে কোর্সে প্রশিক্ষনার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলার বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত ৩০ জন শিক্ষক। আনন্দ ঘন পরিবেশ তারা স্কাউটিং এর বেসিক বিষয় গুলো সম্বন্ধে তাত্বিক ও ব্যবহারিক সেশনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে স্কাউট ওন।

১৬ নভেম্বর রাতে প্রশিক্ষনার্থীরা আত্মশুদ্ধি শেষে ১৭ নভেম্বর দীক্ষা গ্রহণ করেন। এসময় কোর্স লিডার সিকদার রুহুল আমিন ও অন্যান্য স্টাফরা তাদের স্কাউট আন্দোলনে স্বাগত জানান ও স্যালুট প্রদান করেন ।

১৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় যথাযথ মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয় মহা তাঁবু জলসা। উক্ত তাঁবু জলসায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শেখ আনোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রোভার অঞ্চলের কোষাধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান সরকার (এলটি), রোভার অঞ্চলের ফিল্ড অফিসার মোঃ মাসুদ রহমান, মাহিগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আখতারুজ্জামান।

প্রশিক্ষনার্থীদের উপদল ভিত্তিক পরিবেশনা শেষে সনদপত্র বিতরণ এর মধ্যে দিয়ে কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন কোর্স লিডার সিকদার রুহুল আমিন।

■ সংবাদ প্রেরক: মোঃ আবু হাসনাত
অগ্রদূত প্রতিনিধি, রংপুর জেলা রোভার

দুইহাজার তাল গাছের বীজ রোপণ করলো বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর জেলা ও জেলা রোভার

গত ২৯ নভেম্বর ২০১৯ খ্রীঃ তারিখে স্কাউট অব দ্যা ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড এর আওতায় বৃক্ষ রোপণ প্রকল্প "অক্সিজেন" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দিনাজপুর জেলা ও জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় 'তাল গাছের বীজ রোপণ করি, বজ্রপাত রোধ করি' এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে দুই হাজার তাল গাছের বীজ রোপণ করলো উত্তর গোসাইপুর পূর্ণভবা নদীর বাঁধ সদর, দিনাজপুর-এ স্কাউট এবং রোভাররা । এক জন অটো রিক্সা চালকের অনুরোধে এমন এক ভিন্ন ধর্মী ভাবে বৃক্ষ রোপণের কর্মসূচি গ্রহন করে দিনাজপুর জেলা ও জেলা রোভার। প্রকৃত দেশ প্রেমিক। যিনি অটো রিক্সা চালায়। তিনি গ্রামের পর গ্রাম অটো নিয়ে ঘুরে ঘুরে তালের বীজ সংগ্রহ করে এবং সেই বাঁধে বীজ দিনাজপুর জেলা ও জেলা রোভার কে অনুরোধ জানাই। সাথে সাথে সম্পাদক স্যারের আলোচনার মাধ্যমে প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করার জন্য মোট ১৫০ জন্য স্কাউট এবং রোভার স্কাউট কাজ শুরু করে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দিনাজপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান উদ্বোধন করেন। আরো উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলা রোভার সম্পাদক জনাব মোঃ জহরুল হক, জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ মোজাহার আলি, জেলা রোভার লিডার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ও জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি সাহাদাত মজুমদার ও রাফিয়া ইয়াছমিন। রোভাররা এই রকম ভিন্ন ধর্মীয় ভাবে বৃক্ষ রোপণ প্রকল্পতে কাজ করায় আনন্দিত ।তারা ভবিষ্যতে এই রকম আরো প্রোগ্রামে কাজ করতে ইচ্ছুক।

■ সংবাদ প্রেরক: শামিম আহমেদ
রংপুর বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি
বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল

Avcbvi mšvb †Kb ¯‹vDU n‡e?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টির করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।